www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সামনে জীবনের বড় পরীক্ষা।
কোনও ভয় নেই, শুরু হচ্ছে
আলিপুর বার্তার নতুন বিভাগ
'লেখাপড়া'
প্রতি সপ্তাহে থাকছে
সাজেশন, পরামর্শ ও
আকর্ষণীয় টিপস্।

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ৫ অগ্রহায়ণ – ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ ঃ ২২ নভেম্বর – ২৮ নভেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.5, 22 November - 28 November, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

গ্রিন ট্রাইবুনাল সক্রিয়

নির্বিচারে সুন্দরবনের বাদাবন কেটে গড়ে উঠছে মেছো ভেড়ি

মেহবুব গাজি

বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য ম্যানগ্রোভ রক্ষার দাবি জোরালো হয়েছে বারে বারে। অথচ খোদ সুন্দরবনের কোর এলাকার মধ্যে একের পর এক ম্যানগ্রোভ নির্বিচারে ধ্বংস করে মেছোভেড়ি ও ইঁটভাটা গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে এক শ্রেণীর প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে। সম্প্রতি রায়দিঘির নগেন্দ্র এফআইআর ও মথুরাপুর–২ ব্লকের বিডিও–র কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ জানান রায়দিঘি বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের কাছেও। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানোর পরও অভিযুক্তরা বহাল তবিয়তে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের পাশেই হালদারপাড়া, পুরকাইতবাড়ি, চ্যাটার্জি–চকে বসবাসকারী প্রায় হাজার পাঁচেক মৎস্যজীবী পরিবার বর্ষার সময় বন্যার আশঙ্কায় ভুগছেন। রায়দিঘি থেকে

পুলিশ–প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

পঞ্চায়েত এলাকার ঠাকুরান ও মণি নদীর মোহনায় মকবুল গাজির ট্যাঁক জঙ্গলে প্রায় ৪৫ একর ম্যানগ্রোভ ধ্বংস চলছে অবাধে। কাটা হয়েছে তরা, গরান, বানী, গেঁয়ো প্রজাতির দামি ম্যানগ্রোভ। প্রায় ৫০ হাজার গাছ কাটা হয়েছে বলে অনুমান। মূল্য প্রায় কোটি টাকা ছাড়াবে। এখানে বানর, পাখি, কুমির, হরিণরা বসবাস করে বলে দাবি স্থানীয়দের। নির্বিচারে গাছ কাটার পাশাপাশি জেসিপি দিয়ে চলছে মাটি খোঁড়ার কাজ। যেখানে গড়ে তোলা হবে মেছো ভেড়ি। জঙ্গলের ৫০০ মিটারের মধ্যেই কুঁয়েমুড়িতে বনদপ্তরের বিট অফিস। বিট অফিসের আধিকারিক, কর্মীদেরও বারে বারে অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। অভিযোগ, এখানকার এক শ্রেণীর অফিসার, কর্মীদের মদতে চলছে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস। পরে বিষয়টি নজরে আসার পর স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রাজকৃষ্ণ বৈরাগী গত মাসের ২২ তারিখে রায়দিঘি থানায় পূর্ব দিকে ১৬ কিমি গেলেই পড়বে ঠাকুরান ও মণি নদীর মোহনা, এখানে থেকেই শুরু হচ্ছে কোর এলাকা। এখানে একরের পর একর ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। গত বাম আমলে আমাদের বাদাবন আমরাই গড়ব। স্লোগান দিয়ে বিস্তৃর্ণ নদীর চরে ম্যানগ্রোভ চারা লাগিয়ে গড়ে তোলা হয় বাদাবন। এখন তৃণমূলের আমলে বেআইনিভাবে ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ শুরু হয় গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা সুদর্শন হালদার ও পঞ্চু হালদারের দলবল মেছোভেড়ি ও ইটভাটা করার জন্য ম্যানগ্রোভ কাটতে শুরু করেন। গাছ কেটে পাচারও শুরু হয়। তারপর জেসিপি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মাটি কেটে তৈরি করা হয় মেছো ভেড়ি। পাশাপাশি সেই মাটি দিয়ে ইঁট তৈরির লক্ষ্যে গড়ে তোলা হবে ইঁট ভাটা। সেইসময় ৩০ একরের মত বাদাবন ধ্বংস করা হয় বলে অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বরূপনগর সীমান্তে অবাধে চলছে অনুপ্রবেশ, উদাসীন বিএসএফ ও পুলিশ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা: বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগাযোগের ঘটনা সামনে আসায় নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন। একদিকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে মাদ্রাসা বা অন্যান্য জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর জন্য রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা সামনে এসেছে। একইভাবে রাজ্য সরকারও এই জঙ্গি অনুপ্রবেশের জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ–কে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এমনকি জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও বাংলাদেশে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে ন্যাশনাল ইনভেস্টিকেটিং এজেন্সি বা এনআইএ তাদের রিপোর্টে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ঢিলেঢালা নজরদারিকে দায়ী করেছে। এত কিছুর পরেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার স্বরূপনগর সীমান্তে উঠে এল বিএসএফের ঢিলেঢালা নজরদারির চিত্র। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ডের জেরে ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের সরকার যেখানে নড়েচড়ে বসেছে, সেখানে স্বরূপনগর সীমান্তের দহারকান্দা, হাকিমপুর, আমুদিয়া, বৈজুরী ইত্যাদি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে এখনও চলছে বিএসএফের দায়সারা নজরদারি। যে সুযোগের ফায়দা নিয়ে এখনও এই এলাকায় দিনের আলোয় চলছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। আর রাতের অন্ধকারে চলছে চোরাচালান। লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা জঙ্গীদের খোঁজে এনআইএ যেখানে বাংলাদেশ যাচ্ছে, সেখানে জঙ্গিরা অনায়াসেই এই এলাকাকে সেফ করিডর হিসেবে ব্যবহার করে ফের ভারতে ঢুকে পড়তে পারে অনায়াসেই। এই এলাকায় যেখানে টহলদারি আরও জোরালো হওয়ার কথা, সেখানে তুলনামূলক বেশ কিছু শিথিলতাই রয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয় সুত্রের দাবি খাগড়াগড় কান্ডের পর নজরদারি যেখানে কড়া হওয়ার কথা সেখানে বর্তমানে তা একেবারে ঢিলেঢালা দফারফা আকার ধারণ করেছে। স্বরূপনগর সীমান্ত লাগোয়া হাকিমপুর বাজার বা আমুদিয়া গ্রামে ঢুকতে হলে বিএসএফের একটি চেকপোস্ট পেরিয়ে যেতে হয়। হাকিমপুর এলাকায় ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণ করেছে সোনাই নদী। আর এই সোনাই নদী পেরিয়ে সারাদিন ধরেই বাংলাদেশি ক্রেতারা হাকিমপুর বাজারে আসত

কোনাকাটা করতে। এখন নদীর পাড়ে নিরাপত্তারক্ষীরা মোতায়েন থাকায় এপারে এসে কেনাকাটা করতে পারে না বাংলাদেশিরা। তবে হাকিমপুর বাজারে না আসতে পারলেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ কিন্তু হয়েই চলেছে দহারকান্দা গ্রাম ও কৈজরীর দোবিলা গ্রাম দিয়ে। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দহারকান্দা গ্রামের একটা বড় অংশতেই সোনাই নদী সীমানা নির্ধারণ করেছে। যা প্রায় ৭০–৮০ ফুটের মত চওড়া। এই নদীপথ ব্যবহার করে এখনও রাতে অনুপ্রবেশ ঘটেই চলেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মন্তব্য। এছাড়া একটি প্রাথমিক স্কুলের পিছনে সীমান্ত এলাকায় নিচু জমিতে নেই কোনও তার– কাঁটা। ফলে গোড়ালি ডোবা জল পেরিয়ে মাত্র ৩০–৪০ পা হেঁটেই দিনের আলোয় প্রায় দিনই ঢুকছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। এখানে রক্ষীরা সীমান্তবর্তী বর্ডার ধরে টহলদারি চালায়। ফলে সেই সুযোগ কাজে লাগায় স্থানীয় মানুষ পারাপারকারী দালালরা। এছাড়াও রাতের অন্ধকারে চলে চোরাচালান। তবে দালালদের সঙ্গে বিএসএফের একটি অংশের যোগসাজশের অভিযোগও তুলেছেন বাসিন্দারা।

হাকিমপুর ও কৈজুরী থেকে ডাকবাংলো হয়ে গোবরডাঙা স্টেশনে খুব সহজ পথ। আর এই গোবরডাঙা স্টেশনেই কদিন আরো ১৫ জন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়েছিল। যারা এই এলাকা দিয়েই ভারতে প্রবেশ করেছিল বলে খবর। এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক বীণা মণ্ডল বলেন 'আমাদের এলাকা এখন অনেক শান্ত। সেরকম কোনও সমস্যা আপাতত নেই। তবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ যে ঘটছে না, তা অস্বীকার করতে পারব না।' তিনি বিএসএফের নজরদারির উপর গুরুত্ব বৃদ্ধির কথা বলেন। কৈজুরী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামলী গাইন বলেন, এখনও যে এখানে লুকিয়ে চুরিয়ে লোক ঢুকছে তা অস্বীকার করার নয়। আসলে এই সীমান্তে প্রায় ৩ কিমি অংশে কোনও কাঁটা–তার নেই। জায়গায় বাগান বা নিচু জমি দিয়ে লোক ঢোকা সহজ।' তবে শুধু বিএসএফ–ই নয়। স্বরূপনগর পুলিশ প্রশাসনের উপরও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্বরূপনগর পুলিশ প্রশাসনের একটি অসাধু অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে চলছে গরু পাচার, সোনা পাচারের মত অবৈধ কার্যকলাপ। এমনকি অবৈধ মানুষ পারাপারকারী দালালদের সঙ্গেও পুলিশ প্রশাসনের এই অংশের যোগসাজশ আছে বলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

মদ্যপ রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ কুলপিতে

শুভজিৎ দাস, ডায়মন্ড হারবার: রেশন ডিলারের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শনিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কুলপির রামকিশোরপুরের হাঁড়া এলাকা। ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের হাতে

বেধড়ক মার খেলেন রেশন ডিলার স্বপন বেরা ও এক কর্মচারী। রেশন ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ। পরে কুলপি থানার পুলিস এসে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। কুলপির হাঁড়া গ্রামে দীর্ঘদিনের রেশন ডিলার স্বপন। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৭০০। গ্রাহকদের অভিযোগ, রেশনের চাল, চিনি, গম সরকারি নির্দেশমত বন্টন না করে কালোবাজারি করেন। অনেকসময় আবার ওজনে কম দেন। এদিন সকালে সাপ্তাহিক রেশন দেওয়ার দিন ছিল। সকালে গ্রাহকরা এসে দেখেন, ডিলার মত্ত অবস্থায় দোকান চালাচ্ছেন। কয়েকজন মহিলা প্রতিবাদ করেন।

এরপর ডিলার মহিলাদের গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেন। বিষয়টি চাউর হয়ে যেতেই বাকি গ্রাহকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দোকান ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে ক্ষিপ্ত গ্রাহকরা ডিলারকে মারধর শুরু করেন। এলাকা তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রাহক শম্পা বরের অভিযোগ, 'প্রতিদিন মদ খেয়ে ডিলার রেশন দেন। প্রতিবাদ করলেই গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেন। আজকে একই ঘটনা ঘটলে রুখে দাঁড়াই আমরা। আমরা চাই এই ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হোক। গ্রাহক বকুল বাগের অভিযোগ, কোনও সপ্তাহে আমরা প্রাপ্য মাল পাইনা। কিছু জানতে চাইলে মিথ্যা বলে তাড়িয়ে দেন ডিলার। পাকা ক্যাশ মেমোর বদলে সাদা কাগজে রসিদ করে দেওয়া হয়। খোলাবাজারে চড়া দামে মাল বিক্রি হয় দোকান থেকে। এদিন মদ খেয়ে দোকান চালানোর কথা স্বীকার করে নেন ডিলার স্বপন। তবে তিনি চুরির কথা মানতে চাননি। কুলপির বিডিও সেবানন্দ পন্ডা বলেন,''কোন অভিযোগ পাইনি এতদিন। অভিযোগ পেলেই তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা, সারদা–সার্কাসই ভরসা

আদালতের কাছে মানুষের সওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ যেন সেই ট্র্যাপিজের খেলা। একেক বার একেক জনকে ঝুলন্ত রিং–এ ডাকা হচ্ছে। খেলা দেখাচ্ছে। কেউ ফিরে যাচ্ছে অন্য রিং–এ আবার কেউ ঝপ করে জালবন্দি। সার্কাসের নাম সারদা। রিং–এ ঝুলছে অভিযুক্তরা আর রিং মাস্টার সিবিআই–ইডি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাংলায় চলছে এই সার্কাস। কিন্তু আর কতদিন? এ প্রশ্ন সেই মানুষগুলো যারা লোভের বশবর্তী হয়েও টাকা পাওয়ার আশায় দিন গুনছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ধরতে কাজে নেমেছে সিবিআই, আর ইডি। এ তদন্তের শেষ কবে হবে এখনও কেউ জানে না। আদালতও কোন সময়সীমা দেয় নি। ফলে পুরো বিষয়টাই অনিশ্চয়তায় ভুগছে। ইতিমধ্যে সর্বসাকুল্যে যে কয়েকজনকে ধরা হয়েছে তারা কি আদৌ দোষী? এ এক মজার খেলা চলছে। কয়েকদিন পর পর একেক জনকে ডাকা হচ্ছে, ছাড়া হচ্ছে, ফের ডাকা হচ্ছে। আসলে পুরোটাই রাজনীতির ওঠাপড়ার সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে মানুষের চোখের বাইরে ধামাচাপা দেওয়ার খেলা চলছে। মানুষের আর কোনও উপায় নেই। সকলে তাকিয়ে আছে সংবাদ মাধ্যমের দিকে তারা যা বলছে তাই নিয়েই দিন কেটে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ আমানতকারীর।

এর মধ্যে আবার উঠে গেল শ্যামল সেন কমিশন। রোদে জলে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করে জমা দেওয়া আবেদন পত্রের ভবিষ্যত কি তাও ক্রমশই ধোঁয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। রাজ্য

সরকার তাপ্পি দিয়ে মানুষের করের টাকায় আমানতকারীদের টাকা দিয়ে আর এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ফলে টাকা ফেরানোর আশা একদিকে ক্ষীণ হচ্ছে, অন্যদিকে ষড়যন্ত্র ধরার প্রক্রিয়া ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আদালত এ তদন্তের গতিপ্রকৃতির খোঁজ নিয়ে এখনই সময় বেঁধে না দিলে বুঝতে হবে চলছে এক অন্য খেলা। তদন্ত, কমিশন দিয়ে এদেশের বড় বড় কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার ভুরি ভুরি নজির আছে। মানুষের আশঙ্কা সারদাও সেই দিকেই এগোচ্ছে! এমন ভাবনা কি মানুষের পক্ষে অন্যায়। প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন যাকে দিয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কমিশন করা হল, মানুষকে আশ্বাস দেওয়া হল তিনি তাঁর রিপোর্ট নেওয়ার লোক পেলেন না। বাধ্য হয়ে রেজেস্ট্রি করে পাঠাতে হলো। একি প্রতারণা নয়? মমতাদেবী যিনি রাজ্যে বিজেপিকে রোজ গাল পাড়ছেন তিনি দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র–মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন যার বিষয়বস্তু কেউ জানলো না। এটা কি মানুষের মনে সন্দেহের জন্ম দেবে না? সারদা কান্ডে যাকে ক্লিন চিট দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মদন মিত্রকে যখন তলব করা হল তখন তিনি এ হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতাল করছেন। মানুষ কি অন্য কথা ভাববে না? সিবিআই গত বৃহস্পতিবার ফের সারদার অফিসগুলোতে তল্লাশি করে নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করল। আগে তারা ওই সব কাগজ পত্র নিয়ে এল না কেন? এ কি অকারণ কালক্ষেপ নয়?

এসব প্রশ্নের জবাব একটাই তদন্তের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। আদালতকেই সেই কাজটা করতে হবে। তা না হলে এই সার্কাস দেখতে দেখতে ক্লান্ত মানুষ একদিন সব ভুলে যাবে। সব আশা ভরসা আমানত চলে যাবে অতীতের অন্তরালে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন রাজনীতিকরা।

সারদাকাণ্ডে শুক্রবার গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল সাংসদ সৃঞ্জয় বসু। দীর্ঘক্ষণ জেরার পর তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় সিবিআই।

সোনিয়ার অসাম্প্রদায়িকতার পানসে খিচুড়িতে হতাশ দুর্গতরা

ওঁকার মিত্র

সব দুর্গত এক হও! শ্লোগান দিয়ে ত্রাণ শিবির খুলে ছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তাও আবার পণ্ডিত নেহরুর ১২৫তম জন্মদিনকে সামনে রেখে। এই দুঃসময়ে বাঁচার জন্য শিবিরে বেলানো হোল অসাম্প্রদায়িকতার খাদ্য। কিন্তু প্রথম দিনেই বোঝা গেল, শিবিরের ঝাঁপ অবিলম্বে বন্ধ হল বলে। কংগ্রেস সভানেত্রীর অবশ্য ইচ্ছা ছিল আপাতত দু–দিনের শিবির দিয়ে শুরু করে ভবিষ্যতে একে স্থায়ী রূপ দেবেন। কিন্তু দুর্গতরা তাঁর দেওয়া খাবার চেখে নিয়েই সরে পড়েছেন। অনেকে আবার এ শিবিরের ধার পাশও মাড়াননি। এরা বুঝেছেন যারা শিবির খুলেছে তারাই এ থেকে ফায়দা তুলবে বেশি।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন আসলে শিবির উন্মোচনের স্থান কাল পাত্র সব কিছু নির্বাচনেই ভুল করেছেন সনিয়া। সনিয়ার এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে ফ্লপ হতে বাধ্য। কারণ নেহরুর গণতন্ত্র ক্রমেই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে এ দেশে। ফলে বহু আমন্ত্রিতই এড়িয়ে গিয়েছেন এই সম্মেলন। মুলায়ম, মায়াবতী, ডিএমকে, ন্যাশনাল কনফারেন্স, তেলুগু দেশম পা বাড়ায়নি সম্মেলনের দিকে। লালুপ্রসাদের মতো এই সেদিনের মিত্র পর্যন্ত নাম–কা– ওয়াস্তে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। ৫২টি আমন্ত্রিত দেশের মধ্যে এসেছে ঘানা, আফগানিস্তান, ভুটান ও নেপাল এই চার দেশের প্রাক্তন কর্ণধাররা। এমনকি জয়রাম রমেশ, একে এ্যান্টনি, পি চিদম্বরম, কমলনাথ, সুশীলকুমার সিন্ধের মত প্রথম সারির কংগ্রেস নেতারাও আসেননি। ফলে সোনিয়ার শিবির প্রথম দিনেই উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে।

সময় নির্বাচনেও ডাহা ফেল গান্ধি–নেহরু পরিবারের ত্রাণকর্তী। যেসময় সারা ভারতবর্ষে মোদির বিশুদ্ধ বাতাস বইছে। যে সময় বিদেশে

গিয়েও হিরো বনে যাচ্ছেন মোদি। যে সময় জনগণের মধ্যে একটা নতুন প্রশাসনের স্বাদ অনুভূত হচ্ছে। যে সময় জনগণের মধ্যে একটা নতুন প্রশাসনের স্বাদ অনুভূত হচ্ছে। যে সময় পেট্রোপণ্যের দাম হু হু করে নামছে। মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটা নিম্নগামী, যে সময় মোদি দেশভক্তির ঢেউ তুলেছেন সে সময় সোনিয়ার ত্রাণ শিবির সে বিধ্বস্ত হবে তা বুঝতে খুব বেশি রাজনীতি বুঝতে হয় না।

আর যাকে তিনি পাত্র বেছেছেন, যাকে সামনে রেখে অসাম্প্রদায়িকতার খিচুড়ি বানিয়েছেন এবং বিতরণ করছেন তিনি নিজেই জাতি অর্থে দেশভাগের দোষে দুষ্ট। যিনি দেশভাগ করে মধ্যরাত্রে টেবিলে বসে স্বাধীনতা এনে নিজেই ক্ষমতায় বসেছেন। যিনি স্বাধীনতার অগ্রণী দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অপরাধী বানিয়েছেন তাকে আজকের ভারতবর্ষ ভুলতে চায়। ত্রাণকর্তা হিসাবে দেখতে চায় না।

স্থান কাল পাত্রের আলগা খুঁটিতে বাঁধা সনিয়ার এই নড়বড়ে শিবিরে যারা এসেছেন তারা হলেন প্রধানত বঙ্গ বিগ্রেড। বাম নেতারা ও তৃণমূল নেত্রী এই সম্মেলনে গিয়ে সনিয়ার কিছুটা মুখরক্ষা করলেও কংগ্রেসের বিড়ম্বনা বাড়ল বই কমল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো রীতিমত শোধ তুললেন পুরোনো তাচ্ছিল্যের। সম্মেলন থেকে বেরিয়েই বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়ে বোঝালেন সরকারে থাকাকালীন মমতার পাশে না দাঁড়ানোর অপরাধ নেহরুকে দিয়ে অত সহজে মোছা যাবে না।

আর সিপিএম? তাদের তো এখন নৌকা ভেড়াবার মত ঘাট নেই। এখন এরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলে। অথচ স্বাধীনতার আগে এরাই দেশভাগের কট্টর সমর্থক ছিল। এরা এক ভয়ঙ্কর শক্তি। ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারত বিভাগ ও পাকিস্থান গঠনের দাবির সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। প্রস্তাবটির নাম ছিল 'অন পাকিস্তান এ্যান্ড ন্যাশানাল ইউনিটি।' আবার দেশভাগের পর চুটিয়ে রাজনীতি করে গেল শরনার্থীদের, উদ্বাস্তুদের নিয়ে। আর আজ ২০১৪ সালে দেশের শিকড় হারিয়ে, মানুষের সমর্থন খুইয়ে অসাম্প্রদায়িকতার খিচুড়ি হাতে নিয়ে সনিয়ার ত্রাণ শিবিরে উপস্থিত। অর্থাৎ বামেদের সাহচর্যে সনিয়ার কপাল ফিরবে এ আশা ভুলেও কেউ করে না।

আসলে নেহরুকে নিয়ে সম্মেলনের প্রবেশ দ্বারটাই সঙ্কুচিত করে দিয়েছেন সনিয়া গান্ধি ও তার দলবল। বিজেপিকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে ভেবেছিলেন বিজেপিকে ডাকলে অসাম্প্রদায়িকতায় খিচুড়িতে চোনা পড়বে। এখন যে বালতি বালতি খিচুড়ি পড়ে রইল। খাবে কে? কংগ্রেসকে বাঁচানোর জন্য পথ ধরতে এরপর সোনিয়া কোম্পানি কি নতুন খেলা দেখায় এখন সে দিকেই তাকিয়ে ভারতবাসী।

বিদেশিরা কবে বেচবে সেটাও ভাবাচ্ছে বাজারকে

ভালোর মধ্যেও সাবধান থাকা দরকার

শুদ্ধাশিস গুহ

সবকিছু যখন ভালো থাকে তখন আবার কুডাকও মাঝেমধ্যে মনকে তাড়না দেয়। ঘর পোড়া গরু লগ্নিকারীরা তাই ভরপুর বাজারেও পুরোপুরি খোশ মেজাজে থাকতে পারে না। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ লগ্নিকারীদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ এখানে নড়াচড়া করে। তা নিয়ে চিন্তা তো হবেই। আসলে শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির হালচালও অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। এখানেও সুখ এবং দুঃখের সমান অংশীদারিত্ব আছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার তলাশ করলে খোঁজ মিলবে এমন অনেক মানুষের যারা এই বাজারে অঙ্কের মতো ট্রেড করতে গিয়ে অনেক টাকা খুঁইয়েছেন। আবার এমন অনেককেও পাওয়া যাবে যারা ধৈর্য্য রেখে বিনিয়োগ করে লাখপতি, কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন শেয়ার বাজার থেকে। এখানে কিছুটা ভাগ্যের কারসাজিও আছে নিশ্চিতভাবে। তবে এটা একশো শতাংশ ঠিক, ভালো সংস্থার শেয়ার ক্রয় করলে তার থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। যেমন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শেয়ার কাউকে খুব একটা ঠকায় না বলেই মনে হয়। এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। একটি সংস্থা যারা দেশের তাবড় শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলে চিহ্নিত সেই গ্রুপের দুভাইয়ের শেয়ার ধরে বহু মানুষ ফেঁসে রয়েছেন। তাদের মধ্যে একটির বিদ্যুত সংস্থার আইপিও বা ইনিশিয়াল প্রাইজ অফার নিয়ে কি পরিমাণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় দগদগে রয়ে গিয়েছে। এদেরই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সংস্থা নিয়েও একটা সময়ে বাজারে অনেক আশাবাদী কথা চালু ছিল যা এখন পুরোপুরি খরচের খাতায় চলে গিয়েছে। এত

অর্থনীতি

দেখার মতো। জলসাঘরের ক্ষমতা হারানো জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের মতো এখন দফারফা সেই চিনি কোম্পানিগুলির। ভারতীয় শেয়ার বাজারে কথিত আছে চিনি সংস্থার এই ডামাডোলে ভয়ঙ্করভাবে জড়িত চিনি-কেলেঙ্কারির এক ভয়াবহ অতীত। যাতে নাম জড়িয়েছিল তৎকালীন এক প্রভাবশালী শেয়ার বোকারের যে সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এই সেক্টরের শেয়ারগুলি ক্রমাগত বাড়িয়ে গিয়েছে। পরে তার জেলযাত্রা হয় এবং কিছু শাস্তি প্রাপ্তিও ঘটে। এই ঘটনার আগে পরেও বাজারকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করার দায়ে অনেকেই অভিযুক্ত হয়েছে। যার পরিণামে সাধারণ লগ্নিকারীরা প্রভূত সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। এই খারাপ অবস্থা থেকে লগ্নিকারীদের রক্ষা করতে এখন নিয়ামক সংস্থা সেবি অনেক কড়া অবস্থান নিয়েছে। যার ফল পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। এখন অবৈধভাবে মার্কেটে যারা ম্যানিপুলেটের খেলা খেলতে যাচ্ছে তাদের অনেকেই হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আসলে ভারতীয় বাজার তো বটেই সারা বিশ্বেই পরিবর্তন প্রথম সংগঠিত হতে থাকে হাতে-কলমের শেয়ারের যুগের অবসান হওয়ার পরে। একটা সময়ে ভারতের অন্য শহরের মতো কলকাতার ডালহৌসির গলি গলিতে রমরমা ছিল ফিজিক্যাল শেয়ারের। একজন বিনিয়োগকারী বা সাধারণ ট্রেডার সঠিক কোন দামে তার ব্রোকার শেয়ার কিনে দিচ্ছে তা ধরতে পারতেন না। তাঁদের যে দামেই শেয়ার দিত ব্রোকার তাই ভালো মনে মেনে নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরেও চলে যেতেন। এভাবে মানে সেই ফিজিক্যাল শেয়ারের আমল থেকেই অনেকের অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। তবে এটা ঠিক সেই পুরনো দিনেও এমন অনেক ব্রোকার ছিলেন যারা তাদের গ্রাহকের সঙ্গে কখনও বেইমানি করেননি।

তাতেই সেই আমল থেকে শেয়ার বাজারে হাতেখড়ি হওয়া বহু লগ্নিকারী যাদের বয়স এখন বার্দ্ধক্যের দিকে অনেক উপার্জন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সময় খরিদ করা ভালো কিছু সংস্থার শেয়ার এখন ডিম পেড়ে তাদের ডিম্যাটের ওজন বৃদ্ধি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইন্ডিয়ান টোবাকো কোম্পানি বা আইটিসির শেয়ার যারা আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগে কিনেছিলেন তারা এখন রীতিমতো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ডিম পাড়া বলতে হয়তো অনেক পাঠকের বোধোগম্য হল না ঠিক। আসলে পাখি যেভাবে ডিম পাড়ে এবং বংশবৃদ্ধি করে সেই একইভাবে বড় বড় অনেক সংস্থার শেয়ার কেনার পর দীর্ঘদিন ধরে প্রাপ্ত বোনাস এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দ্বারা দশ গণ কুড়ি গুণে পরিণত হয়। এতে কি হয় আদতে দেখা যায় প্রকৃত শেয়ার অর্থাৎ যাকে মাদার শেয়ার বলা হয় তা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় প্রাপ্তি ঘটে। ফলে এসব শেয়ার কোনও দিন বিক্রি করার অবকাশও আসে না। মানে একে ঘরের লক্ষ্মী শেয়ার বলে অভিহিত করেন ট্রেডাররা। সেই শেয়ার ডিমাটে থাকার ফলে বিভিন্ন ব্রোকার হাউজ লগ্নিকারীদের অন্য মালও কেনার সুযোগ করে দেয়। তবে এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল আপনাকে যতই মাল এক্সপোজার বা ধারে কেনার সুযোগ দেওয়া হোক না কেন, খুব প্রয়োজন না হলে বা কোনও শেয়ারের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এই অফার গ্রহণ করা উচিত নয়। এভাবে কিন্তু অনেকেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার ট্রেডারের যদি ব্যাক-আপ মানি বা সেই টাকা দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তবে সুযোগ নেওয়া যেতেই পারে। দিনের দিনে সেখান থেকে লাভ করে বেরিয়ে আসতে পারলে আর পায় কে। বড় অংশ ভালো সংস্থার শেয়ার কিনে ডিপি বা ডিম্যাটে ফেলে রাখে। কখনই সেগুলি তারা বেচে না। বরং সেই শেয়ারের থেকে প্রাপ্ত বোনাস এবং ডিভিডেন্ড পেতে বেশি অভ্যস্ত থাকেন।

লগ্নির একটা অংশ এরা আবার সংরক্ষিত রাখেন রোজকার কেনাবেচা বা ডেইলি ট্রেডিংয়ের জন্য। যাকে অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ এতে একদিকে যেমন চূড়ান্ত লাভ করা সম্ভব, প্রকারান্তরে ক্ষতির দিকটাও কোনও অংশে কম নয়। সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে একটা পরিচিত শব্দ প্রায়শই শোনা যায়। সেটি হল স্টপ লস। প্রফিট বা লাভের ফসল ঘরে তোলার মতো লস বুক বা ক্ষতিও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে দামে একবার বেচে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এতে খুব বেশি একটা লোকসান হয়না। এর জন্য স্টপ লস লাগিয়ে রাখা আবশ্যক। ধরুন কোনও শেয়ার কেনা হয়েছে ১০০ টাকায়। তা যদি কেনার পর দু শতাংশ নিচে চলে যায় তবে উপরোক্ত লস বুকের মাধ্যমে সেই কাউন্টার থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। একইভাবে কোন শেয়ার কেনার পর ৩-৪ শতাংশ লাভ পেলে তাও নিয়ে নেওয়া উচিত। পরে কোনও কারণে বাজার পড়ে গেলে বা ওই শেয়ারের দামে আকস্মিক পতন এলে তা থেকে বেচে যাওয়া সম্ভব। হতে পারে আপনি বেচে দেওয়ার পর অনেকটাই ওপরে চলে গেল সেই শেয়ারটি। তার জন্য আপশোস করা উচিত নয় একদম। কারণ শেয়ার বাজারে আকছার এমন সুযোগ পাওয়া যায়। দিন আনি ট্রেড করেন যারা তারা এই স্টপ লস ব্যাপারটিকে মন্ত্রের মতো জপে রাখেন।

বাজারে ঘুরলে এরকম অনেক খুচরো বিনিয়োগকারীর দর্শন পাওয়া যায় যারা নিজেদের পুঁজির একটা কোনও শেয়ার কেনা হয়েছে তার থেকে যদি নিচে আসতে শুরু করে তা তবে অবশ্যই প্রাথমিক অবস্থায়

প্রধানমন্ত্রীর 'শ্রমেব জয়তে'-র প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

এনসি দে

আমাদের নয়া প্রধানমন্ত্রী এক মৃতপ্রায় জাতির মনে যে জাতীয় অস্মিতা জাগাতে সিদ্ধহস্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে দেশের মধ্যে প্রচারিত আর বিভিন্ন প্রকল্পই হোক, কিংবা বিদেশে অনাবাসী ভারতীয়দের মাঝে ভাষণেই হোক। 'স্বচ্ছ ভারত গঠনে' গান্ধিজীর জন্মজয়ন্তীকে সঠিক ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানায় তা প্রমাণিত। 'শিক্ষক দিবস'-কে 'গুরু দিবস' হিসাবে পালনের ডাক দিয়ে তিনি সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। উন্নত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তুলতে সাংসদদের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে উন্নয়নের এক সামাজিক দায়বদ্ধতার জোয়ার এনেছেন মানুষের মনে। মঙ্গলযান Mars Orbiter Mission (MOM) –এর মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে অবতরণকে তিনি বলেছেন, এ যেন এ মঙ্গলগ্রহ তার মম্ (মা-কে) পেল। এই কথার মাধ্যমে তিনি যেমন ভারতীয় জাত্যাভিমান জাগ্রত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিন্দুকদের খরচের বাহানার জবাবে বলেছেন, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আমেরিকার যে মঙ্গলযান 'ম্যাভেন' মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে ছিল, তাতে আমাদের এমওএম-এর চেয়ে দশগুণ বেশি খরচ হয়েছিল। তাঁর মতে, হলিউডের ছবি 'গ্র্যাভিটি' বানাতে যে খরচ হয়েছে তার চেয়ে কম ব্যয়ে মঙ্গলযান পৌঁছেছে লালগ্রহের কক্ষপথে। এই জয়কে ক্রিকেটে ভারতের জয়ের আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে, মহাকাশ গবেষণাকে সাধারণ মানুষের মাঝে নিয়ে এসেছেন।

চিন-জাপানে গিয়েও তিনি তাঁর কথার মায়াজালে মোহিত করেছেন তাঁদের। জাপানি ব্যবসাদারদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভারত তাঁদের স্বাগত জানাবে রেড কার্পেট দিয়ে, 'রেড টেপ' দিয়ে নয়। নেপাল-ভুটানেও তাই করেছেন। মার্কিন মুলুকে গিয়ে সেদেশে বসবাসরত অনাবাসী ভারতীয়দের আয়োজিত নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের সমাবেশে তিনি আবেগতাড়িত করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের। ভারতরাষ্ট্র নির্মাণে তাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আবেগাপ্লুত হয়েছেন। এই আবেগের পুরস্কার হিসাবে তাঁদের জন্য আজীবন ভিসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন।

দেশে ফেরার অব্যবহিত পরেই তিনি নেমেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নামাঙ্কিত 'শ্রমের জয়তে' অভিযানে। এই অভিযানের ঘোষিত উদ্দেশ্যে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। তাঁর ভাষণেও তিনি বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে 'আইআইটি' ও 'আইটিআই' ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কৌলিন্য প্রথা বা মানসিকতা দূর করতে হবে। শ্রমের ক্ষেত্রে 'হোয়াইট কালার' উন্নাসিকতা ঘোঁচাতে হবে। এক্ষেত্রেও তাঁর ভাষণের জন-মনমোহিনী প্রভাব অনস্বীকার্য।

কিন্তু এসবই তাঁর বাক্চাতুরী, বাক্যের সার তার কার্যকারীতার উপর নির্ভরশীল, অন্তসারশূন্য বাক্য চিরদিনই উপহাসের বিষয়। বাক্চাতুরীর দ্বারা ব্যক্তির উত্থান সম্ভব, রাষ্ট্র-জাতি ও তার জনগণের উত্থান তা দিয়ে হয় না। রাষ্ট্রের এবং জাতির উত্থান সম্ভব একমাত্র তার সংগঠনের উত্থানের দ্বারা। শক্তিশালী হিন্দু রাষ্ট্র ও জাতির উত্থান সম্ভব শুধুমাত্র শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনের মাধ্যমে। হিন্দুত্ববাদীদের কাছে গুরু তাদের গৈরিক ধ্বজা, কোনো ব্যক্তি নয়।

তাই শুধু বাক্চাতুরী নয়, আসুন নরেন্দ্র মোদির বাস্তব কর্মদক্ষতার কিছু নিদর্শন পরখ করি। এর আগে এই পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক নিবন্ধে লেখা হয়েছে শ্রম আইন সংস্কার কখনই শ্রমজীবীদের স্বার্থে হতে পারে না। কারণ এই সংস্কারের পৃষ্ঠপোষক ইউরো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। বিশ্ব পুঁজিবাদের দোসর এই সাম্রাজ্যবাদীরা কখনই নিজেদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করতে পারে না। আমেরিকা থেকে ফিরেই নরেন্দ্র মোদি যেভাবে শ্রম সংস্কারের অভিযানে নেমেছেন তাতে শ্রমজীবী মহলে কিঞ্চিৎ চিন্তার উদ্রেক হয়েছে, যেমন 'হোয়াইট কালার জবে'র বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গার থেকে মনে হচ্ছে তিনি কংগ্রেস সরকারের মতোই সমগ্র ভারতকে 'অসংগঠিত শ্রম' (Unorganised Sector) ক্ষেত্রে পরিণত করতে চলেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডের একই নম্বর সমগ্র কর্মক্ষেত্রে চালু করার মধ্যে চাকুরিতে নিত্য কর্মচ্যুতি অর্থাৎ নিশ্চিন্ত চাকুরিজীবনের ইতি'র দিন আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে শ্রমজীবীদের স্বার্থে রয়েছে বিভিন্ন আইন। তার মধ্যে যেমন রয়েছে চাকুরিকালীন নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি আইন, দুর্ঘটনায় মালিকের দায়-দায়িত্ব, বেতন ও বিভিন্ন ভাতা সংক্রান্ত আইন, শিল্প-বিরোধে মালিককে আইন মানতে বাধ্য করতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন (লেবার কমিশন, লেবার ট্রাইবুনাল, প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশন ইত্যাদি)। গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ব পুঁজিবাদ তার দোসর ডব্লুউ টি ও-র মাধ্যমে এই সকল শ্রমিকদরদি আইন তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তারই গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রম আইন সংস্কার'।

কিন্তু পর্দার আড়ালে যে কিছু কিছু চুক্তি হয়নি, তা কিন্তু নয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত-মার্কিন সরকারের মধ্যে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, 'দুই দেশের নেতৃবৃন্দ একটি বার্ষিক উচ্চ পর্যায়ের Intellectual Property Working Group গঠন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে, যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারিগরি সভা করবে।' আমেরিকাকে দেওয়া ভারতের এই প্রতিশ্রুতি ভারতের ওষুধ শিল্পে ডেকে আনবে এক ভয়াবহ পরিণতি। বৃহৎ মার্কিন ওষুধ শিল্পগোষ্ঠী এই Working Group কে ব্যবহার করবে ভাতের পেটেন্ট আইনে নিরাপত্তার বিধান তুলে দিতে বা খর্ব করতে, যা চিরকাল তাদের চক্ষুশূল। এই বিবৃতির এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন ট্রেড কমিশন সোৎসাহে আমাদের পেটেন্ট আইন রিভিউ করার কাজে নেমেও পড়েছে। গত দু-বছর ধরে মার্কিন সরকার আমাদের পেটেন্ট অফিসের কম দামে ওষুধ বিক্রির জেনেরিক ওষুধের ভারতীয় কোম্পানিকে লাইসেন্স দেওয়ার বিরোধিতা করে আসছিল। ভারতীয় কোম্পানি কিডনির ক্যানসারের ওষুধ বিক্রি করছে মাত্র ৮,৮০০০ টাকায়, বিদেশি Bayer কোম্পানিকে সেই ওষুধই বিক্রি করে ২,৮০,০০০ টাকায়। ভারতীয় কোম্পানিকে খর্ব করতে না পারলে তাদের চলবে কেন? এবার নরেন্দ্র মোদি তাদের সেই সুযোগই করে দিলেন।

নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা ভ্রমণের কিছুকাল আগে বিদেশমন্ত্রক ঠিক করে আমেরিকায় বাসমতি চাল ও ফল রপ্তানির অনুমতির বিনিময়ের মার্কিন পশু মর্গে গুদামজাত পচা চিকেন লেগ আমদানির দরজা খুলে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারেযে আমেরিকায় মুরগির ঠ্যাঙ কেউ খায় না। গত ১০ বছর ধরে ওদের গুদামে এরকম লক্ষ লক্ষ টন ঠ্যাঙ পচছে মার্কিন সরকার ডব্লুউ টিও-র উদার বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে গরিব দেশগুলোর বাজারে এই পচা ঠ্যাঙ ডাম্প করছে দাম নিয়ে। এই সস্তা দরের ডাম্পিং-এর ধাক্কায় ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম এবং মেক্সিকো'র পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। রাশিয়ার পোল্ট্রি শিল্পও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কারণে ওই সমস্ত দেশ বাধ্য হয়েছে আমেরিকা থেকে মুরগির মাংস আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে। আমাদের দেশের সরকার উল্টে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে। এই সিদ্ধান্তে এদেশের পোল্টির ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা অবিলম্বে এই আমদানি বন্ধ অথবা বিপুলহারে ডাম্পিং বিরোধী ট্যাক্স চাপানোর দাবি জানিয়েছে। আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপথে ডব্লুউ টি ও-র সাহায্য নিয়ে ভারতকে শাসানো শুরু করেছে।

ভারতীয় শিল্পকে বৃহৎ বিদেশি কোম্পানির প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া আগের সরকারের মতো এই সরকারও চালু রেখেছে। বরং একটু তাড়াহুড়োই যেন বেশি করছে। বিমা শিল্পের মতো মূলধনী ঝুঁকিহীন শিল্পেও বিদেশি লগ্নীর দরজা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ও এন জি সি-র মতো লাভজনক ও জাতীয় সম্পদের উৎস-সন্ধানী সংস্থাকেও বিদেশি লগ্নীর দরজা খোলা হচ্ছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেখার বিক্রির মাধ্যমে। ওষুধ শিল্পেও এতদিন ২৪ শতাংশের বেশি লগ্নি করতে সরকারের অনুমোদন দরকার হোত, এখন থেকে বিদেশি লগ্নিতে সরকারের অনুমোদন বাধ্যতামূলক রইল না। এই হলো আমাদের নয়া রাষ্ট্র নির্মাতা পুরুষের আসল চেহারা।

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে মার্কিন আধিপত্যের সহায়ক আই এম এফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর মোদি-স্তুতি। মোদির একের পর আর্থিক সংস্কার অভিযানে উৎসাহী হয়ে আই এম এফ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, ভারত নাকি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্রমশ এগিয়ে চলবে। ২০১৪-এ অগ্রগতি হবে ৫.৬ শতাংশ। আর ২০১৫-এ অগ্রগতি হবে ৫.৬ শতাংশ। আর ২০১৫-তেই হবে ৬.৪ শতাংশ। World Bank Group President Jim Young Kim-তো এতটাই মোদিতে মোহিত হয়ে পড়েছেন যে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদির ভারত অতি দ্রুত র‍্যাঙ্কিং-এ এগিয়ে যাবে।

পরিশেষে, সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস সরকার এটা রেওয়াজ-এ পরিণত করেছিল যে সরকারকে পরামর্শ দেবে মার্কিন আজ্ঞাবহ আই এম এফ/ডব্লুউ বি-এর পাঠানো একজন বা একাধিক পরামর্শদাতা। কংগ্রেস সরকার বিদায় নেওয়ার পর সেই সব মার্কিন আজ্ঞাবহ পরামর্শদাতারাও বিদায় নিয়েছিল। প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে এর আগে এসেছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে কৌশিক বসু; তারপর আসেন আই এম এফ থেকে রঘুরাম রাজন। যিনি তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হয়ে আছেন। গত আগস্ট (২০১৩) থেকে এই পদ খালি রয়েছে। আশা ছিল এবারের প্রধানমন্ত্রী এবং আই এম এফ/ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আজ্ঞাবহ পরামর্শদাতা বর্জন করবেন। কিন্তু আমেরিকা থেকেই ফিরেই তিনি সেই কুখ্যাত আই এম এফ/ডব্লুউ বি/ডব্লুউ টি ও থেকে আসা ড. অরবিন্দ সুব্রামানিয়ামকে করলেন তার প্রধান অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা। এঁরও শিক্ষা-দীক্ষা সবই বিদেশে। ইনিও রঘুরাম রাজনের পথের অনুসারী। অর্থবিষয়ক সচিব পদে নিয়ে বলেন রাজীব মেহরিশিকে। ইনিও মার্কিন তক্মাওয়ালা আর্থিক সংস্কারের গোঁড়া সমর্থক। কংগ্রেসি-বৃত্ত এভাবেই সম্পূর্ণ হলো।

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য এতকাল ধরে চলে আসা দশমিক ৫০ শতাংশ বাড়তি সুদের সুবিধাও সরকারি স্টেট ব্যাঙ্কে কমিয়ে করে দিয়েছে দশমিক ২৫ শতাংশ।

কংগ্রেসের সঙ্গে আর্থিক নীতিতে কি বিজেপি-র কোনোই প্রভেদ নেই? তাহলে সঙ্ঘের শেখানো এতকালের জাতীয় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির কি হবে? মোদিকে এখনই প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতীয় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি কেবল আমাদের স্বপ্নেই থেকে যাবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ নভেম্বর – ২৮ নভেম্বর, ২০১৪

মেষ : নতুন বন্ধু লাভ, গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনেরমত ফল পাবেন না। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বৃষ : বিবিধ সমস্যা এলেও নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ লক্ষিত হয়। গুরুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন।

মিথুন : শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন না। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সাবধান থাকবেন। ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন ।কর্মস্থলে সতর্ক থাকতে হবে। পড়াশুনায় মান বসতে চাইবে না। সাবধানে চলবেন।

কর্কট : শিক্ষায় শুভফল পাবেন। মনের জোরে এগিয়ে চলুন, কর্মস্থলে সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে খুব বুঝে হাত দেবেন। বিবাহযোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ।

সিংহ : আপনার চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী, কিন্তু খনও অনেক বাধা অতিক্রম করে তবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত মন পাওয়া যাবে না। কর্মে শুভযোগ।

কন্যা : আপনাকে ঝড়ের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব অতি সতর্কে অগ্রসর হবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শত্রুতা করার চেষ্টা করলেও কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। সঞ্চয়ে বাধা, লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যয়াধিক্য।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে জানাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ লাভের যোগ রয়েছে। পূর্বের পরিকল্পনাগুলিতে এমন সাফল্য পাবেন।

বৃশ্চিক : সময়টি এখন কিছুটা ভাল যাবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে যাবেন না। শিক্ষায় বাধার মধ্যেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভযোগ রয়েছে।

ধনু : অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে যাবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে অর্থ রোজগার করতে হবে। শত্রুরা প্রবল ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সতর্ক থাকবেন। ব্যয় বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ দেখা যাচ্ছে না।

মকর : শত বাধা এলেও আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নূতন বন্ধু লাভ ও গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : অর্থনৈতিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সতর্কে না চললে শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

মীন : ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা আসবে আর্থিক বিষয়ে তেমনি শুভ ফল পাবেন না। সুনাম ও ক্ষতির যোগ রয়েছে। শারীরিক বিষয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে।

লিলুয়ায় বাইক চুরির র‍্যাকেট রুখতে সিটি পুলিশের উদ্যোগ

অমিত জানা

অবশেষে হাওড়ার লিলুয়ার বাইক চুরির র‍্যাকেট ধরতে অনেকটাই সফল হল হাওড়া সিটি পুলিশ। পুজো মাস থেকে এই সময় পর্যন্ত লিলুয়া থানা এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় অনেক বাইক চুরি হয়েছে। সম্প্রতি বাইক চুরির ঘটনায় ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ। তবে এই ঘটনার পেছনে একটি র‍্যাকেট কাজ করছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুরো দলটাকে ধরতে ও বাইকগুলি উদ্ধার করতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছেন তাঁরা। মূলত লিলুয়া থানা এলাকায় এই বাইকগুলি চুরি হয়েছে পুজোর আগে থেকে। তারিখ ৭–৯–১৪। স্থান চামরাইল, মন্ডলপাড়া, থানা লিলুয়া। অভিজিৎ খাঁয়ের হিরোহন্ডা অ্যাচিভার বাইকটি চুরি যায় তার নিজের বাড়ি থেকে। এফআইআর নম্বর ৩৫৭/১৪। লিলুয়া পিএসের চামরাইল বাসতলার বাসিন্দা ভাস্কর সাঁতরার হিরো হন্ডা স্প্লেন্ডার বাইকটি চুরি যায় ১৪.৯.১৪ তারিখে। এফআইআর নম্বর ৩৭৬/১৪। চামরাইল বাসতলা থেকে বাপি রায়ের বাইকটি চুরি যায় ১৪.৮.১৪। এফ আই আর নম্বর ২৮৮/১৪। চামরাইল নস্করপাড়া থেকে ১১.৯.১৪ তারিখে বাইক চুরি হয় পবিত্র নস্করের। ৭.১০.১৪ তারিখে জগদীশপুরে নৃপতি চক্রবর্তীর বাইক চুরি হয়েছে। এ সম্পর্কে অভিজিৎ খাঁ জানিয়েছেন ''সেদিন বাইকটি ঘরে রেখেছি সালকিয়া থেকে এসে। হ্যান্ডেল লক করেছি তাও চুরি হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই ঘটনার পর নস্করপাড়া, সাঁতরা পাড়াতেও বাইক চুরি হয়েছে। সম্প্রতি কোনাতেও একটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত বাইক উদ্ধার হয়নি।'' নৃপতি চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন, বাইক রাস্তায় রেখে একজনের বাড়ি গিয়েছিলাম। তারপর আমার বাইকটি চুরি হয়ে গিয়েছে।'' এ সম্পর্কে এসিপি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে জানান, ''বাইক চুরির ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এর পেছনে একটি র‍্যাকেট কাজ করছে বলে আমাদের অনুমান। স্পেশাল টিম গড়া হয়েছে। বৈঠকও করেছি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শুধু লিলুয়া কেন, অন্য জায়গাতেও অভিযান চালানো হচ্ছে। আসল মাথাদের খুব শীঘ্রই ধরা হবে এবং চুরি যাওয়া বাইকগুলো উদ্ধার করা হবে।''

বিজেপিকে তোল্লা দিয়ে শক্তি পুনরুদ্ধারে সিপিএম

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন সংগঠিত হয়। বিগত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে দুটি লোকসভা কেন্দ্র (দার্জিলিঙ ও আসানসোল) বিজেপি দখল করলেও বিধানসভা কেন্দ্রটিতে জয়লাভ করে, এইরাজ্যে বিধানসভায় খাতা খোলে বিজেপি। ফলে সাধারণভাবে মানুষের ধারণা হয়েছে যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সিপিএম বা কংগ্রেস একদিকে যেমন কমছে তেমনই অন্যদিকে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। শমীক ভট্টাচার্য জয়লাভ করায় বিষয়টি সাধারণভাবে হয়তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে বিষয়টির গভীরে ঢুকলে অন্য তথ্য উঠে আসবে বলে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহলের অভিমত। তাঁদের ব্যাখ্যা, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা একসময় সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে তাদের বিভিন্ন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদির কারণে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যেমন তাদের বিপর্যয় ঘটেছে, তেমনই এই জেলাতেও তাদের ক্ষমতার প্রভাব ঠেকেছে একেবারে তলানিতে।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই জেলায় কংগ্রেস তো অনেক আগেই প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম তথা বামফ্রন্টও যে এই জেলায় তাদের সার্বিকভাবে জনসমর্থনের জমি হারিয়েছে, তাও প্রমাণিত হয়। এই কারণে সিপিএম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় তাদের জনসর্থন ও সাংগঠনিক জমি ফিরে পাবার জন্যে বামফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচেটো চালিয়ে যাচ্ছে শক্তিবৃদ্ধির বলেও সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহলের ব্যাখ্যা। এহেন ব্যাখ্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন, সিপিএম কৌশলগতভাবে তাদের সমর্থকদের দিয়ে বিজেপিকে

এগোনোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের লোক তাদের দিকেই ফিরে আসবে এবং আসছেও।

এক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে পানিহাটি বিধায়ক তথা উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক নির্মল ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল এই রাজ্য এখন প্রথম ও প্রধান শক্তি। রাজনৈতিকভাবে বিজেপিকে আটকানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলই একমাত্র বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ দল। কারণ নেত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অসাম্প্রদায়িক, পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র মানুষের বহু আকাঙ্খিত এই রাজনৈতিক দল তৃণমূলকে এই রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।' তাই আগামী দিনেও গরিব, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে এবং থাকবে বলে নির্মলবাবু দাবি করেন। তাঁর মতে, বর্তমানে এখানে কংগ্রেসের তো কোনও স্থানই নেই। আর সিপিএম তথা বামফ্রন্ট এবং বিজেপিও এখানে ক্ষমতায় আসার মত কোনও জায়গাতে থাকছে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্মলবাবুরা যাই মনে করুন না কেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির জয়লাভ যেমন এই জেলা বিজেপিকে ব্যাপক অক্সিজেন যোগাতে সহয়তা করেছে, তেমনই জেলা সিপিএমের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সিপিএম বামফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করছেন।

১৪টি ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ী প্রকল্পে অপুষ্ট শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ হাওড়ায়

বৈশালী সাহা, মৌমিতা মন্ডল

ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনকে সঙ্গে নিয়ে ম্যালনিউট্রিশনে আক্রান্ত ৬ বছরের নিচে শিশুদের জন্য হাওড়ার ১৪টি ব্লকে বিশেষ 'পৌষ্টিক লাড্ডু'–র শিশুদের জন্য শিশুদিবস থেকেই এই রোগ মুক্ত করার ভাবনা ডিএম–এর। যে সমস্ত পরিবারে মা ও শিশু দুজনেই অপুষ্টিতে ভুগছে সেই সমস্ত ৬ বছরের নিচে শিশুদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। হাওড়ার ডোমজুড়, সাঁকরাইল, জগদ্দল এই সমস্ত এলাকায় সবচেয়ে বেশি এই রোগে আক্রান্ত শিশু সমীক্ষা পাওয়া গিয়েছে এবং এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৩৪ জন। তাই জেলা পরিষদের সাহায্যে ডিএম–এর উদ্যোগে একটি বিশেষ পরিকল্পনায় গম, চিনেবাদাম তেল, ছোলা ও চিনি দ্বারা নির্মিত এক–একটি পৌষ্টিক লাড্ডুর খরচ ৩ টাকা ১১ পয়সা। অঙ্গনওয়াড়ী প্রকল্প থেকে প্রতিটি শিশুকে সপ্তায় একটি করে এয়ার টাইট সিল পৌষ্টিক লাড্ডুর প্যাকেট দেওয়া হবে যাতে ৬টি করে লাড্ডু থাকবে। এছাড়াও ম্যালনিউট্রিশনে ভুক্ত শিশুদের কোনও রোগ থাকলে তার চিকিৎসাও করানো হবে। এই চিকিৎসার জন্য ৫৫২টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। শিশুদিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের জন্য ভাবনা নিয়েছে হাওড়া জেলা।

অপুষ্টিজনিত রোগাক্রান্ত শিশুদের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	মোট এসএএম শিশু	মোট এডব্লুসি–র সংখ্যা
১	বাগনান–২	২১	১০
২	উলুবেড়িয়া–২	৮৭	৩১
৩	আমতা–১	৬৫	৪২
৪	ডোমজুড়	২৭০	১০৮
৫	জে বি পুর	১৫৩	৬৪
৬	আমতা –২	৮২	৩১
৭	বাগনান–১	১৮	৩
৮	ইউ এন পুর	৫৬	২৮
৯	সাঁকরাইল	২৩৯	১২৯
১০	উলুবেড়িয়া–১	৬১	৩৪
১১	পাঁচলা	৪৪	২২
১২	শ্যামপুর–১	৩১	১১
১৩	শ্যামপুর–২	৬৩	১২
১৪	বালি জগাছা	৪৪	২৭
	সর্বমোট	১২৩৪	৫৫২

সুন্দরবনের নদীপথে চালু হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দর বনের গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের গদমালি খেয়াঘাট প্রাঙ্গনে বিধায়ক তহবিলের অনুদানে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ৯টি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি তুলে দেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে কিছু দিনের সুন্দরবনের মধ্যে চালু হতে চলেছে জলপথে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। রাজ্যে এই প্রথম মা মাটি মানুষের সরকারের উদ্যোগে এই ধরনের কাজ হচ্ছে। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় বহু রোগী জলপথে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বিগত বাম সরকার সুন্দরবনের কতটা সার্বিক উন্নয়ন করেছে তা আপনাদের কাছে অজানা নয়। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বর্তমান সরকারের উদ্যোগে জলপথে চালু হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ফলে উপকৃত হবে কয়েক লক্ষ মানুষ। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা আরো বলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে নতুন ৮টি ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। শুধু সুন্দরবনবাসী নয়, উপকৃত হবে বহু সুন্দরবনের পর্যটক এই ৮টি ব্রিজের মধ্যে গদখালি–গোসাবা ব্রিজ, সাগরের চেমাগুড়ি, নামখানার

সুন্দরী দ্বারিকানাথ,দোয়ানিয়া, হেদিখালি প্রমুখ ব্রিজ নির্মাণ হবে। এছাড়া উন্নতমানের পর্যটক কেন্দ্র গড়ে তোলার বকখালি, ঝড়খালি, পাখিরালয়, সজনেখালি দ্বীপগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নীলিমা করণ, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা মণ্ডল প্রমুখ।

ক্যানিংয়ে রক্তাল্পতা রোগ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ছে রক্তল্পতা রোগ। পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মাতলা–১ ও ২, বাঁড়া, দাঁড়িয়া, নিকাড়ীঘাটা, ইটখোলা, তালাদি, দিঘীর পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে ক্যানিং–১ ব্লক গঠিত। এই সমস্ত অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষজন দিন মজুরির কাজ করে তাদের সংসার চলে কোনমতে। এমনকি বেশি কিছু অঞ্চলে নদী, খালে বিলে মাছ ধরে সংসার চলে কোনমতে মৎস্যজীবীদের। এছাড়া ঘরের মহিলারা বেশিরভাগ কলকাতায় গিয়ে বাবুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে কোন মতে সংসার চালাচ্ছে। ফলে দৈনিক যে খাদ্যের চাহিদা, তা পূরণ করতে অনেক সময় দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সেই খাদ্য পূরণ করতে পারছে না। বাড়ছে মহিলাদের এবং শিশুদের রক্তাল্পতা রোগ। আমাদের সকলের কাছে জানা মানুষ বা অন্যান্য জীব যা খেয়ে জীবন ধারণ

করে সেটাই খাদ্য। সাধারণত আমরা খিদে পেলে খাই। কিন্তু পেট ভরলেই পুষ্টি হয় না প্রতিদিনের খাদ্যে এমন কিছু উপাদান থাকা চাই যা পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে। খাদ্যের চাহিদা মেটাতে না পারলে রোগ বৃদ্ধি পাবে এটা স্বাভাবিক। মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী কলোনীর কার্গিল পাড়ায় ধরা পড়ল মা–মেয়ের রক্তাল্পতা রোগ। ভাস্বতী সরদারের ৬ বছরের মেয়ে পরমা সরদার এই রোগের শিকার। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করতে গেলে চিকিৎসকরা জানান রোগীর শরীরে রক্ত কম। আজও পর্যন্ত সরকারি কোন সুযোগ–সুবিধা পায়নি। আমার আর মেয়ের শরীর খারাপ হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায়। চিকিৎসকরা জানান শরীরে রক্ত কম। ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ভালমন্দ খেতে বলা হয়েছে। ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন রক্তাল্পতা রোগে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। এই ব্লকে এই রোগ বাড়ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিয়ে বিএসও(এইচ) তথা সুপারের সঙ্গে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিরাকল যাত্রী প্রতিক্ষালয়ের পাশে জুয়ার ঠেক

অঙ্কন পাল

১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। অর্থাৎ ডায়মন্ডহারবার রোড সংলগ্ন শিরাকোল যাত্রী প্রতিক্ষালয়ের পাশে গড়ে উঠেছে ঢালাই বেদি তৈরি করা মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের অধীন তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয়। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বড় ছবি। এই কার্যালয়ের বেদির ওপরেই প্রতিদিনই প্রকাশ্যে চলছে তাসের আড্ডা, জুয়ার ঠেক ও মদ্যপ ব্যক্তিদের আনাগোনা। শুধুমাত্র প্রকাশ্য দিবালোকেই নয়, মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই আসর। ফলে এখানকার সাধারণ নিত্যযাত্রী ও বিশেষ করে মহিলারা প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। যাত্রীরা প্রতিক্ষালয় থেকে বাসে উঠতে পারছেন না। ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গাড়িতে উঠতে হচ্ছে। এলাকার মানুষের ক্ষোভ ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশ ও স্থানীয় থানার টহল পুলিশ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ এদের বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ নেননি। এই রাস্তাটির ওপর দিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বহুবার যাতায়াত করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাংসদ ও বিধায়করা। সংখ্যালঘু ও হাইমাদ্রাসার উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা সঙ্গে পুলিশ কনভয়। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ও হয়রানিতে নির্বিকার এখানকার প্রশাসন। হয়তো তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবিকে সামনে রেখে এইসব অপ্রীতিকর কাজকর্মের ছাড়পত্র অর্জন করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে।

মহানগরে

পাখির চোখ পুরভোট

বরুণ মন্ডল

'কলকাতা পুরনিগম আইন, ১৯৮০' মোতাবেক সপ্তম পুরনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে এখনও ছ'মাসের অধিক সময় বাকি। কিন্তু এখনই মেয়র পারিষদদের একাংশ আসন্ন পুর নির্বাচনে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন প্রচারের পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোনও মেয়র পারিষদ নিজ ব্যয়ে ১৫ মিনিটের তথ্যচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা ছকে নিচ্ছেন, তো কোনও কোনও মেয়র পারিষদ সাবেক পদ্ধতি অবলম্বনে তথ্য সমৃদ্ধ লিফলেট ও পুস্তিকা তৈরিতে রত রয়েছেন। কোনও মেয়র পারিষদ আবার আকর্ষণীয় হোর্ডিংয়ের ভাবনায় রয়েছেন। অন্যদিকে আবার কংগ্রেসের প্রবীণ প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় বর্তমান পুরবোর্ডের সময়কালে পুরসভার দুর্নীতির তথ্যচিত্র নির্মাণে তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। আর বিজেপি পুরপ্রতিনিধি বিজয় ওঝা ২০১৪–র লোকসভা নির্বাচনের মতো উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রচার পুরনির্বাচনে অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন।

সৌন্দর্যায়নে কর ছাড় নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা পুর এলাকার নিজ বাড়ির সৌন্দর্যায়ন করলে এক বছরের জন্য সম্পত্তি কর ছাড় দেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংশোধনী বিল গত ১৮ নভেম্বর বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে পাশ হল। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের আইন মাফিক কলকাতা পুরসভা এ বিষয়ে মাপকাঠি স্থির করবে। তবে ওই বিলে কেমন করে সৌন্দর্যায়ন করলে কর ছাড় হবে তা বিলে উহ্য রাখা হয়। আবার তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে সব থেকে বড়ো কথা আর্থিক প্রশ্নের পুরসভার স্বশাসনের ওপর রাজ্য সরকার কোপ বসাচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

কিসের আশা? নিয়ম ভেঙে

বকেয়া সত্ত্বেও হোর্ডিংয়ের বরাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : নিয়মানুযায়ী কলকাতা পুরসভার হোর্ডিংয়ের টেন্ডারে অংশ নিতে গেলে অংশগ্রহণের ইচ্ছুক এজেন্সিকে পুরসভার বকেয়া পাওনা–গন্ডা মিটিয়ে ফেলতে হয়। সেই মতো পুরসভার কেবল মাত্র এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের অনুমতি সাপেক্ষে পুর বিজ্ঞাপন দফতরের কমপিউটার বন্দি বহু পুরাতন সর্বমোট ১৬.৫২ কোটি টাকার বকেয়া পাওনা গন্ডা মুছে দেওয়ার ফলে একাধিক বকেয়া পাওনা–গন্ডা থাকা 'বিজ্ঞাপন এজেন্সি' টেন্ডারে অংশ নেয় এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বোচ্চ দর হেঁকে শহরের হোর্ডিংয়ের বরাত হাসিল করে নেয়। সাধারণত পুর বকেয়া পাওনা–গন্ডা মুছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে পুরসভার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি 'মেয়র–ইন–কাউন্সিলে'র অনুমোদন আবশ্যক। এক্ষেত্রে তা হয়নি। আইনের চোখে যা গর্হিত অপরাধ বলে মনে করে পুরসভার মুখ্য মিউনিসিপ্যাল ফিন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস্ থেকে পুর মহাধ্যক্ষকে নোটশিট দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় এ ধরনের কাজ ভীষণ রকম বেআইনি। কেন্দ্রীয় অডিট সংস্থা 'কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল' (ক্যাগ) তাদের প্রাথমিক তদন্তে রিপোর্ট দিয়ে এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে পুরসভাকে চিঠি পাঠায়। এদিকে পুরসভায় সমালোচনার ঝড় ওঠায় অর্থ বকেয়া রেখে যেহেতু বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন এজেন্সি' টেন্ডারে অংশ নিয়ে বরাত হাসিল করেছে, তাই বরাত বাতিল করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।

প্রসঙ্গত, ২০১৩–র ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন এজেন্সি কোম্পানির বহু পুরাতন বকেয়া বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের নির্দেশে কম্পিউটার বন্দি করা হয়। পুরসূত্রে খবর, বিভিন্ন এজেন্সি মিলিয়ে মোট ১৬.৫২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এদিকে, পুর নিযুক্ত যুগ্ম মহাধ্যক্ষ (রাজস্ব) শাহজাদা সিবলির নেতৃত্বাধীন 'বিশেষ তদন্ত কমিটি'র রিপোর্টে পুরো কাজটাই সম্পূর্ণ রূপে বেআইনি উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব তথ্য মুছে দেওয়া হয়েছে তা পুনরায় বিজ্ঞাপন দফতরের কম্পিউটারে নথিভুক্ত করার জন্য পুর মহাধ্যক্ষের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার নির্বাচন আর বেশি দেরি নেই। শীত পেরোলেই এই ভোটের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় এই খবর কিছুটা হলেও চাপে ফেলবে শাসক দলকে।

বিমার বোমা ...

শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভায় এই মর্মে কেন্দ্রের মোদি সরকার বেশ কয়েকটি সংস্কারমুখী পদক্ষেপ নিতে চলেছে। যার অন্যতম বিমা বিল সংস্কার। এর বিরুদ্ধে সম্প্রতি মোমবাতি মিছিল বের করেছিল 'অল ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন'। *ছবি: উৎপল কুমার রায়*

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২২ নভেম্বর – ২৮ নভেম্বর, ২০১৪

মেডিক্যালে ভর্তির আগে ছাত্রদের মানসিক প্রবণতা পরীক্ষা চালু হোক

সমাজের অন্যতম সংবেদনশীল মানুষ হচ্ছেন চিকিৎসক। তাঁদের ওপর মানুষের অগাধ আস্থা। বৃহত্তর চিকিৎসক জগৎ নিরন্তর মানুষকে সুস্থ ও প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালান বিশ্বজুড়ে। নানা চিকিৎসা পদ্ধতি ওষুধের আবিষ্কার তাদেরই হাত ধরে। গুটি কয়কে ছাড়া অধিকাংশ মেধাবী ছাত্র নামক সেবার এই পেশাকে আপন করার লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। ডাক্তারি পড়া ছাত্রদের সমাজ সম্মানের চোখে দেখে অথচ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে একদল পড়ুয়া এক তরুণের জীবন যেভাবে শেষ করে দিল তা দেখে মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের তদন্তের গাফিলতি আরো বিস্মিত করেছে।

মোবাইল চুরির অভিযোগে একটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তরুণকে গণপ্রহার করার আগে হবু চিকিৎসকদের কী আদৌ মনে হয়নি কাজটি অমানবিক, চিকিৎসাশাস্ত্র বিরোধী কিংবা একটিও প্রতিবাদী কণ্ঠ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এল না। খুনের নেশায় উন্মত্ত ডাক্তারি ছাত্রদের আটকাতে? নাকি ওই ছাত্রগুলি সেই সময় 'প্রকৃতিস্থ' ছিল না? সঠিক সময়ে সঠিক তদন্ত হলে প্রকৃত কারণ জানা সহজ হত। কলরবমুখর ছাত্রদল যারা স্বাধীনতার খোঁজে নানা অভিনব 'আন্দোলন' গণমাধ্যমের নজর কেড়ে থাকে তারাও মৌন থেকে কী বার্তা দিল সমাজকে? এনআরএস–এর 'খুনি' ছাত্রদের বিরুদ্ধে যদি তারা গর্জে উঠত তা হলে বৃহত্তর সমাজ এবং রাজ্যের মানুষের সহানুভূতি তারা পেতেন। গুটিকয় 'খুনি ছাত্র'দের জন্য কলঙ্কিত হল হবু ডাক্তারদের ভাবমূর্তি। আগামী দিনে 'লাইসেন্সধারী খুনি' ওই চিকিৎসকদের হাতে সমাজ কতটুকু নিরাপদ এই প্রশ্ন উঠবেই।

দ্রুত এবং সঠিক তদন্ত করে অপরাধীদের চিহ্নিত করা হোক, পরেরদিনই যদি ছাত্রদের মেডিক্যাল টেস্ট করা হত, তাহলে হয়ত তাদের অপরাধ মননের কারণ জানা যেত। যে নিষ্ঠুর নির্মমতার শিকার হতে হল কোরপান শা নামক তরুণটিকে তা এক কথায় বাংলার লজ্জা। খুনিদের আড়াল করার চেষ্টা আরো লজ্জাকর। আগামি দিনে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যাবে। কঠোর হাতে অপরাধীদের শাস্তি হোক, মৃত তরুণটির পরিবারের দায়িত্ব সরকার নিক। যে খরচ অপরাধীরা সরকারের করিয়েছে এবং আগামিদিনে তাদের চিকিৎসক গড়ে তুলতে ব্যয় হবে তা ভাবার বিষয়।

ডাক্তারিতে ভর্তি করার আগে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক পরীক্ষা নেওয়াটা জরুরি কিনা তা প্রশাসনের ভাবার দরকার। সব পেশা সবার জন্য নয়, এমনকী পড়াশুনোতে ভাল হলেও নয়, এই বাস্তব সত্যও বুঝে বৃহত্তর সমাজসেবার কথা ভেবে 'টিচিং অ্যাপটিটিউড টেস্ট' এর মত মেডিক্যাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট নিয়ে ভাবা দরকার।

অমৃত কথা

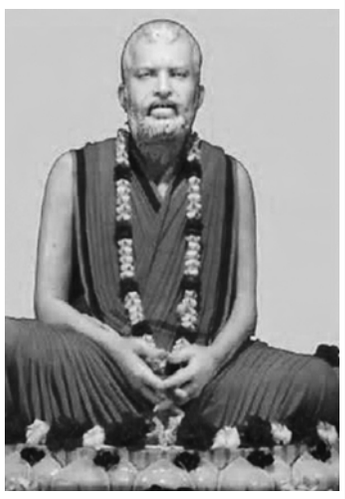

৩৫১ ভক্তের ভারের শেষ হয় না কোনও। মহাজনের গোলাতে যখন ধান চাল মাপে, তখন মেয়েরা ধামায় করে মাল এগিয়ে দেয়, তেমনি ভগবানও ভক্তের ভাব জুগিয়ে দেন, এইজন্যে ভক্তের ভাব পুরায় না; কিন্তু বই পড়া জ্ঞানীর জ্ঞান দু'দিনে ফুরিয়ে যায়।

৩৫২ স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবতীর অংশ, অতএব মাতৃস্থানীয়া।

৩৫৩ মায়া না মেয়ে, সব দিলে খেয়ে। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি ইষ্টে নিষ্ঠা থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়।

৩৫৪ চিকের ভেতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না। ভগবানও সেইরকম।

৩৫৫ এমন সাত্ত্বিক কালী আছেন যে, মাছ মাংসের গন্ধও শুঁকতে পারেন না।

৩৫৬ যেমন সমুদ্রের বাতাস লাগলে গাছপালা বস্তু সকল গোলে যায়, সেইরকম ব্রহ্ম সাগরের বাতাস লাগলে মানুষ গোলে যায় ওই বাতাস লেগে সনন্দ সনৎকুমার গোলে গেল, নারদ দূর থেকে ব্রহ্মসাগর দর্শন করে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে হরিগুণ গানে উন্মত্ত হয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। শুকদেব তীরে গিয়ে হাত দিয়ে তিনবার সমুদ্রের জল স্পর্শ করে ব্রহ্মভাবে বিভোর হয়ে জড়বৎ বিচরণ করতে লাগলেন। জগৎগুরু মহাদেব তার তিন গণ্ডুষ জল খেয়ে শবের ন্যায় পড়ে রয়েছেন। সে সমুদ্রের ইয়ত্তা কে করতে পারে?

৩৫৭ সচ্চিদানন্দ সাগরের কিনারা থেকে জল খাবে, না ডুবে খাবে? যদি সাংসারিক ভোগ বাসনা থাকে তাহলে জলে নেমো না, ওই সাগরের পরিমাণ করতে যিনিই গেছেন, তিনিই আর এ সংসারে ফিরে আসেননি।

৩৫৮ অবতার ঈশ্বরের কর্মচারী যেমন জমিদার ও তার নায়েব। আপন অধিকারের যে প্রদেশে গোলমাল হয়, জমিদার সেই প্রদেশেই তাঁর নায়েবকে পাঠান সেইরকম জগতের যে কোনো স্থানে ধমহানি হয়, সেই স্থানেই অবতারকে আসতে হয়।

ফেসবুক বার্তা

ফেসবুক সরণীতে পরিভ্রমণ করতে করতে আমরা পৌঁছে গিয়েছি এক প্রাক স্বাধীনতার এক নস্টালজিক মুহূর্তে। যেখানে যুগলবন্দিতে রয়েছেন বাংলার সর্বকালের দুই সেরা মণীষী রবিঠাকুর এবং নেতাজি সুভাষ।

নেতাজির তথা কথিত চিতাভস্ম

চন্দ্রকুমার বসু

(লেখক বসু পরিবারের সদস্য, শরৎ চন্দ্র বসুর দৌহিত্র)

কয়েক বছর আগে সুগত বসু তাঁর 'হিজ ম্যাজেটিস অপনেন্ট' বইটিতে নেতাজির তথাকথিত দেহাস্থি মিঃ মুরতির বাসভবন থেকে ভারতবর্ষে নেতাজির আংশিক চিতাভস্ম মুরতি ভবনে ছিল এবং সুগতর হাতে তা দেওয়া হয় যা তিনি টোকিও থেকে মার্চ ২০০৬–এ কলকাতা নিয়ে আসেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, কেন এই গোপনীয়তা? নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্মের আংশিক অংশ কলকাতায় এসে গেল? সুগতর সাম্প্রতিক অর্থাৎ আংশিক চিতাভস্মের টোকিও থেকে ভারতের হস্তান্তর পর্বটি। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর একটি আরটিআই–এর উত্তরে জানিয়েছেন এই ব্যাপারে তাদের কাছে কোনও তথ্যই নেই।

এই পরিস্থিতিতে সুগত বসু সম্পূর্ণ অসত্য কথা বলছেন।

২০০৬ সালে মার্চে এনিটার সঙ্গে আলোচনা ক্রমে এবং তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে নিয়ে আসবার কথা জানিয়েছেন। ওই ভস্মাধারটি টোকিওর রেঙ্কোজির মন্দিরে রাখা আছে ভারতবর্ষে নিয়ে আসবার জন্য।

সুগত বসুর মত অনুযায়ী ২ বছর পর ১৮ আগস্ট ২০০৮–এ আনন্দ জে মুরতির যিনি মিঃ রাম মুরতির ভাইপো ভারতীয় দূতাবাসের কাছে এডিডেভিট করে জানান 'মুরতি পরিবারের মত অনুযায়ী মিঃ রাম মুরতি অন্তেষ্টির পর চিতাভস্ম দুটি ভাগ করেন এবং একটি অংশ আমাদের পরিবারে আনা হয়'। আমরা নতুন তথ্য জানলাম মুরতি পরিবারের কাছ থেকে তথাকথিত কালের রাজনৈতিক সঙ্গ কংগ্রেস পার্টির তথাকথিত চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে আসতে সাহায্য করল? যদি এটা বিশ্বাস করতে হয় নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্ম তাহলে তা দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বইয়ের একটি নোটে জানাতে হল?

সুগত তার বইতে জানিয়েছে এনিটার সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই আংশিক ছাই ভারতবর্ষে নিয়ে এসেছে। সুগত কি পরিবারের যারা বয়স্ক ব্যক্তি আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ কিংবা পরিবারের সম্মানের কথা একবারও ভাবলেন না? সুগত এই অধিকার কিভাবে পায়? সমগ্র বসু পরিবারের মতামত ছাড়া?

সুগত তার বইতে এও উল্লেখ করেছে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই অগ্রগতির ব্যাপারে জানানো হয়েছে'। তিনি কি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে তথাকথিত চিতাভস্ম আনার ব্যাপারে জানিয়েছিলেন? এক্ষেত্রে সুগত বসু কে ভারতের পণ্য শুল্ক বিভাগকে জানাতেই হবে আংশিক ছাই টোকিও থেকে ভারতে আনতে গেলে। নাকি তিনি তাদের তোয়াক্কাই করেননি? এটা হতে পারে সুগত বসু কংগ্রেস পার্টি এবং সরকারের তরফ থেকে এব্যাপারে সবসময় সুরক্ষিত। এবং হয়ত সেকারণেই ছাড় পেয়েছেন।

নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্ম টোকিওর রেঙ্কোজি মন্দির থেকে ভারতে আনার ব্যাপার কংগ্রেস পার্টির একটি অংশ চেষ্টা চালিয়েছে। যদিও বসু পরিবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও উল্লেখ্য সুভাষ চন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর দুই পুত্র অমিয় নাথ বসু ও সুব্রত বসু এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জার্মানির আউসবার্গে এনিটা পাফের কাছে চিতাভস্ম আনার মিশন নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমিলি সেঙ্কেলকে দিয়ে তথাকথিত ছাই আনার ব্যাপারে একটি সমর্থন পত্র লিখিয়ে নিতে। ১৯৯৬ সালের মার্চে এমিলি সেঙ্কেল মারা যান। তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন যে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় আদৌ নেতাজির মৃত্যু হয়নি। তাই তিনি তথাকথিত চিতাভস্ম আনার ব্যাপারে সায় দেননি এমনকি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও রাজি হননি।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে অমিয় নাথ বসু মারা যাবার পর এবং ওই সালেরই মার্চ মাসে এমিলি সেঙ্কেল মারা যাবার পর এনিটা পাফ তথাকথিত নেতাজি চিতাভস্ম ভারতে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালকে চিঠি লিখেছিলেন – 'ভারতের বহু মানুষ এমন কি বসু পরিবারের বহু সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু বিশ্বাস না করলেও নেতাজির আত্মত্যাগ ও শহিদের মৃত্যুবরণকে সম্মান জানাতে ভারত সরকার চিতাভস্ম দিল্লিতে নিয়ে আসুক.....' আমরা সঠিক ভাবে জানিনা ভারত সরকারের পর পর কংগ্রেস জমানায় ওই চিতাভস্ম ভারতে আনার ব্যাপারে কতদূর এগোনো হয়েছিল? সম্ভবত তারা ভয় পেয়েছিল ভারতের জনগণকে নবীন প্রবীণ প্রমুখ মানুষের একান্ত প্রিয় নেতা ও নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তাকে। তাইওয়ানের সরকার যেখানে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজির তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল বলে বলা হয় তা সরকারি ভাবে জানিয়ে দিয়েছে সে দেশে আদৌ তেমন কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। ভারতবাসীর জানার অধিকার আছে ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫এর পর নেতাজির কি হয়েছিল এবং এই অধিকার থেকে কোন শক্তি তাদের বঞ্চিত করতে পারে না।

বেহালা আছে বেহালাতেই

কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের আদি গঙ্গার পাড় ঘেঁষে এবং পশ্চিম দিকের শিল্প অঞ্চলের তারাতলার কিছু অংশ নিয়ে বেহালা এক সময় নিচু এবং হোগলা বন আর পুকুর পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে অনেক মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করছে। তৈরি হচ্ছে প্রচুর বাড়ি, ছোট–বড়, মাঝারি মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং, বড় স্কুল, বেসরকারি কলেজ। ক্রমশ ঘনবসতি অঞ্চলে রূপ নিয়েছে। এই বেহালা প্রবেশ করার চারখানা বড় রাস্তা–ডায়মন্ড হারবার রোড, জেমস্ লং সরণী, বিএল সাহা রোড আর করুণাময়ী ব্রিজ। প্রায় প্রতিটা রাস্তায় রিকশা, অটো আর ম্যাটাডোর ভ্যানের স্ট্যান্ড থাকার ফলে কলকাতার দক্ষিণের শেষ প্রান্তে প্রতিনিয়ত যানজট লেগেই থাকে। প্রশাসন নিশ্চুপ। যদিও এখনও বেশ কিছু খালি জমি, জলাশয় আর হোগলা বন রয়েছে। গত ১৯৮৫ সালে বেহালা দুটি বিধান সভা কেন্দ্রের (বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম) অঞ্চলের মোট ১৮টি ওয়ার্ডকে কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত করা

পাঠকের কলম

হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নিকাশি ব্যবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে। ভীষণভাবে পানীয় জলের অভাব রয়ে গিয়েছে। বিশেষত ১১৫, ১১৬, ১১৭,১১৮, ১২১, ১২২ নং ওয়ার্ডে চোখে পড়ার মত অবস্থা। রাস্তার ধারে বড় বড় চৌবাচ্চা (মানুষ সমান) করে মানুষকে পানীয় জল নিতে হয়। বর্ষার সময় এই চৌবাচ্চায় ময়লা জল ঢুকে পাইপের মধ্য দিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। সকাল ৭–২০ হইতে ৯ এবং বিকেল ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জল পাওয়া যায়। প্রতিটা ফ্ল্যাটে বোরিং করে জলের অভাব মেটানো হয়। এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়। এইভাবে অপরিকল্পিতভাবে জল তোলার জন্য এই অঞ্চলটি একটা সময় বসে যেতে পারে। পরিবহণ ব্যবস্থা আরও খারাপ।

ভিতরে ভিতরে অনেক মানুষ বসবাস করে। পরিবহণ বলতে অটো আর রিকশা, এরা এদের মত চলে। সন্ধ্যার পর টালিগঞ্জ মেট্রোর সামনে এলে তা টের পাওয়া যায়। আবার সকাল বেলায় পাড়ার অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়ালে বোঝা যায়। আছে খুচরো পয়সার ঝামেলা। ভাড়ার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। সকাল সন্ধ্যায় এক একরকম ভাড়া, দুপুরে বা রাত দশটার পর খুচরো নেই বলে ওদের দাবি মতো টাকা দিতে হয়। ফ্ল্যাট একটু কম দামে পাওয়া গেলেও প্রতিদিন পরিবহণ ব্যয় আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের গলাকাটা দামে টের পাওয়া যায়। স্থানীয় মানুষকে মাছ তরি–তরকারি, চাল ডাল, ফুল বেলপাতা, সমস্ত কিছুই অনেক বেশি দরে নিতে হয়। দুধে এমআরপি–র ওপরও এক টাকা বেশি দিতে হয়। যাত্রী পরিবহনের জন্য ট্রেকার, ম্যাজিক ট্যাক্সি এবং আরও কিছু বাসের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। ২০১১–র সেপ্টেম্বর মাসে এই বেহালা অঞ্চলকে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত করা হয়েছে। আগামি দিনে আরও কিছুর অপেক্ষায় আছে অঞ্চলের মানুষ। কবে জলের সমস্যা মিটবে, বন্ধ হবে খোলা নর্দমা, প্রতিদিন নেওয়া হবে বাড়ির আবর্জনা ইত্যাদি?

ধন্যবাদান্তে

শ্যামল কুমার সাহা

ভারতীয় রাজনীতির রসায়নে তালগোল খাচ্ছে মেকি ধর্মনিরপেক্ষরা

পার্থসারথি গুহ

ভারতীয় রাজনীতিতে এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এক নয়া সমীকরণের। যার মূল ভাবধারা হল, কেন্দ্রের আগুয়ান শাসকদলকে রুখতে হবে। অর্থাৎ আরও খোলাখুলি বললে বলা যায়, নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক সামিয়ানার নিচে এক হতে চাইছেন কিছু আপাত বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তৎসংলগ্ন নেতা নেত্রী। বলাই বাহুল্য এদের মধ্যে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম সারিতেই রয়েছেন। যেটা আশ্চর্যের এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত চরম বৈরিতা দেখানো নেতৃবর্গ এখন মেলবন্ধনের আলিঙ্গনে লিপ্ত হচ্ছেন। এই বন্ধনীতে প্রথম যে জুটির কথা বলতে হবে তাঁরা হলেন, বিহারের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যাদব। জয়প্রকাশ নারায়নের ভাবশিষ্য বলে পরিচিত এই দুই বিহারী নেতার এক সময় ছিল রীতিমত অহি–নকুল সম্পর্ক। কিন্তু বিজেপি জুজু সামনে আসার পর থেকে অদ্ভুত ভাবে এই দুই নেতা কাছাকাছি এসেছেন। শুধু পাশে আসাই নয়, দুজনে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বেধে নির্বাচনী লড়াইও শুরু করে দিয়েছেন। বিহারের কয়েকটি আসনে প্রাথমিক ভাবে খানিকটা সাফল্যও কুড়িয়েছে রাজনৈতিকভাবে কিম্ভূতাকার এই জোট। তবে আগামি বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বিহারে এই জুটি কতটা সাফল্য পাবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন।এদের সফলতার বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করছে আসন্ন ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের ওপর। যথারীতি বিহার মডেলকে সামনে রেখে লালুর রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং নীতিশের সংযুক্ত জনতা দল ঝাড়খন্ডে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রথম শ্রেণির সমীক্ষার ফল বলছে, ঝাড়খন্ডে এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। একইভাবে জম্মু এবং কাশ্মীরেও বিজেপি এবার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে বলে এই সমীক্ষক গোষ্ঠীর অভিমত। আসলে বিজেপি বা এনডিএ কোনও

দল বা জোট হিসাবে ভোটে লড়ছে না। গত লোকসভা নির্বাচনের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর দেশের যে প্রান্তেই নির্বাচন হচ্ছে না কেন তাতে পদ্মফুলের মূল কান্ডারী থাকছেন নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদি। সম্প্রতি হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে যে জিনিস ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করেছেন দেশবাসী।এই দুই রাজ্যে ভালো ফলের সম্ভাবনা ছিল বিজেপির। একক দক্ষতায় তারা যে হরিয়ানা এবং সর্বোপরি মহারাষ্ট্রের দখল নিতে পারবে তা ভাবাও যায়নি। এখানেও কাজ করেছে মোদি ম্যাজিক। তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি ভোটারদের কিভাবে তাতিয়েছে তার বড় উদাহরণ এই দুই রাজ্য। বস্তুত যেখানেই তিনি প্রচারে গিয়েছেন বা যাবেন সেখানে যেন জন–বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছে। দেশের মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভারসাম্য ঘুঁচিয়ে দিয়ে এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতিদ্বন্দ্বকে দূরে সরিয়ে যে নতুন ভারত গড়তে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এই মোদি–সুনামি থেকে রক্ষা পেতে এই আপাত রাজনৈতিক বিরোধীরা এক ছাতার নিচে আসছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণে এই চিত্রটাই পরিস্ফুট হচ্ছে। বিহার দিয়ে যে নয়া জোট প্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে সেটাই পরবর্তীকালে সারা দেশে সঞ্চারিত হচ্ছে। একেও এক নয়া রসায়নের রূপ বলা যেতে পারে। আসলে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনীতির রসায়নও সবসময় ওলট–পালট খায়। যার এক বিষম আকার প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে চরম বিরোধীদের মধ্যে। বিহারের জল ভালো মতো গড়িয়েছে এ রাজ্যেও। পড়শী রাজ্য বলে হয়তো তাড়াতাড়ি এই হাওয়া এখানে প্রবেশ করেছে। যা অধুনা শীতের পরশকেও হার মানাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এই তথাকথিত অ–সাম্প্রদায়িক বা বিজেপি বিরোধী দলগুলি কাছাকাছি আসতে চাইছে। এও এক রাজনৈতিক ট্রেন্ড হিসেবে গণ্য হয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও বেড়ে যায়। এই মেরুকরণে আবার বিরোধীরা লাভবান হবে সবসময় তা নয়। বরং শাসক দল তথা প্রকৃত জননেতাকে তখন রাজনীতির উর্দ্ধে গণ্য করতে শুরু করে সাধারণ মানুষ। এই সারমর্মটাই হয়তো বুঝতে পারছেন এদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে মোদি বা তাঁর দল সাম্প্রদায়িক। এ কথা তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হচ্ছেন যে এই বস্তাপচা প্রচারে আর সাড়া দিচ্ছেন না দেশের আম জনতা। তাদের মনে অনেক বেশি জায়গা করে নিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহুদিন পর এক বলিষ্ঠ নেতার আর্বিভাব। যার মধুর কোলাজ হিসেবে নিঃসন্দেহে থেকে যাবে তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া সফর। একইভাবে প্রতিবেশি নেপাল এবং ভুটান থেকে কুড়নো অজস্র সৌহার্দ্যই বা বাদ দেওয়া যায় কিভাবে। অখন্ড ভারত যা ইতিহাসের মানচিত্র ঘাটলে পাওয়া যায় সেই র‍্যাডারেও ধরা পড়ছে এক নতুন বাতাবরণ। যার মধ্যমণি অতি অবশ্যই শ্রীযুক্ত মোদি। যার দাপটে আসমুদ্র হিমাচলের বিরোধী নেতারা কিনা তাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈরিতা ভুলে মেরে দিয়েছেন। তাই বিমান বসুদের ফিস ফ্রাই খাওয়াতেও আপত্তি নেই মমতার। অনুরূপভাবে চরম শত্রুর মুখে বিজেপি বা আরএসএসকে রোখার কথা শুনে নীরব সম্মতি দিতে বাধ্য হন সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাটরা। অদূর ভবিষ্যতে এ রাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বিজেপিকে আটকাতে যদি তৃণমূল, কংগ্রেস এবং সিপিএমের এক ত্রিপিটক তৈরি হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এক খোলামেলা সাক্ষাতকারে তৃণমূল সুপ্রিমো স্বয়ং তুলে ধরেছেন এই অঙ্কুরিত বীজের কথা। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের বাম নেতার তা উড়িয়ে দিলেও মনে হচ্ছে বিজেপির অশ্বমেধ ঘোড়া আটকাতে একে গোপালন ভবনের নেতাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন মমতার মতো নেত্রীরা। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ফর্মুলা মেনে এই পরস্পর বিরোধীরা হাত ধরতে চাইছে। ধর্মের ষাঁড়দের এই একগুয়ে মনোভাবে ভোটাররা যে আরও বেশি করে বিজেপি শিবিরে ভিড়তে পারে এই শঙ্কা এদের মনে কেন আসছে না তা বোধোগম্য হচ্ছে না। রাজনীতির কারবারীদের এরকম ভুলভাল কার্যকলাপ অনেক সময়ই সাধারণ মানুষের জ্ঞান–

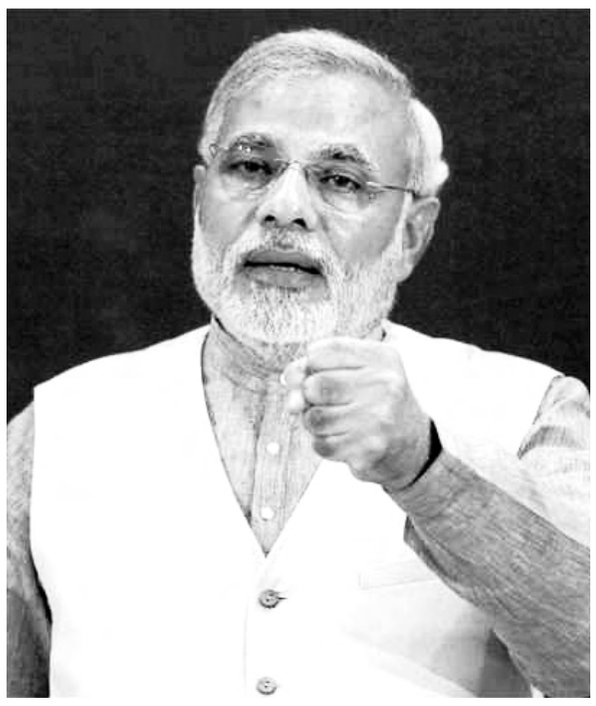

বুদ্ধির নাগালের বাইরে বিচরণ করে। বলাবাহুল্য এই ক্ষেত্রেই তাই হচ্ছে। তাই পশ্চিমঙ্গ নামক অধুনা রোমে যখন নয়া শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটছে ভরপুর তখন আবার ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা সেখানে বসে ধ্বংসের বেহালা বাদল করছেন। ভাবছেন বুঝি এতেই কেল্লা ফতে হবে। এদের আরও একটা মনোভাব কাজ করছে প্রবলভাবে। তা হল আপাত শত্রু যারা তাদের সঙ্গে নিয়ে এখন সবথেকে বড় দুষমণের মোকাবিলা তো সেরে ফেলি। পরে নিজেদের লড়াই ফের লড়া যাবে। এতে কিন্তু এইসব রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে পড়তে পারে। যেসব আঞ্চলিক দল আগামী দিনে জমি হারাতে পারে তার মধ্যে তৃণমূলের নাম রয়েছে শীর্ষস্থানেই। প্রায় লুপ্ত হতে বসা সিপিএম এবং অন্য বাম দল, আরজেডি, জেডিইউ, মুলায়মের সমাজবাদী পার্টি বা সপা, মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি বা বিএসপি, আমআদমি পার্টি (দিল্লিতেই অস্তিত্ব হারাতে বসেছে), এনসিপি ইত্যাদিরা। ভবিষ্যতে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে বেশ জাঁকিয়ে। তাতে একই মঞ্চে আসতে হতে পারে জয়ললিতা বা করুনানিধিকে। এসবই একটি কাল্পনিক লেখচিত্র। ভারতের রাজনীতির সাম্প্রতিক রাসায়নিক চালচিত্র এমন ইঙ্গিত তুলে ধরছে।

গড়ে উঠছে মেছো ভেড়ি

একের পাতার পর

পঞ্চায়েত প্রধান রাজকৃষ্ণ বৈরাগীর অভিযোগ, 'বিষয়টি নজরে আসার পর থানায় এফআইআর করেছি। বন দপ্তরের বিট অফিস ও রেঞ্জ অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। ম্যানগ্রোভ ধ্বংস চলছে। প্রশাসন নির্বিকার। প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কান্তিবাবু বলেন 'ম্যানগ্রোভ না থাকলে সুন্দরবন বাঁচবে না। অথচ অভিযোগ জানানোর পরও অভিযুক্তরা বহাল তবিয়তে কাজ চালাচ্ছেন। অবিলম্বে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য বনাধিকারিক লিপিকা রায় বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পর তল্লাশি চালিয়ে ৫০০ কুইন্টাল গাছের গুঁড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আবার অভিযান চালানো হবে। স্থানীয় পুলিস বিষয়টি নিয়ে খুব গুরুত্ব দিতে নারাজ। তবে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) আভাক্ত রবীন্দ্রনাথ বলেন 'বিষয়টি নজরে আসায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন 'বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হবে।

অবশেষে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে মেছো ভেড়ি করার অভিযোগ মূল অভিযুক্ত সুদর্শন হালদারকে গ্রেপ্তার করা হল। গত মঙ্গলবার সকালে রায়দিঘি থানার পুলিশ দমকলের চ্যাটার্জিচক থেকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তকে। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ম্যানগ্রোভ কাটা ও মাটি কেটে ভেড়ি তৈরির কাজ। অন্য অভিযুক্ত পঞ্চু হালদার ও দলবল এখনও ফেরার। ধৃত সুদর্শনকে মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থার নির্দেশ দিল গ্রিন ট্রাইবুন্যাল। ট্রাইবুন্যালের আদালত বান্ধব তথা পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন। তিনি রিপোর্ট দেবেন আদালতকে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আদালত। সুদর্শনের গ্রেপ্তারির সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় ছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এই মেছোভেড়ি থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয়। এই আয়ের বড় অংশ প্রভাবশালীদের পকেটে যায় বলে অভিযোগ। তাই সব দেখেও কি চুপ থাকতে হয় প্রশাসনকে ? অভিযুক্তকে ধরতে সময় লেগে গেল প্রায় এক মাস। এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তরা নির্বিচারে ধ্বংস করে গেছে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। প্রায় ৫০ হাজার গাছ কেটে বিক্রি করেছে অভিযুক্তরা। মণি ও ঠাকুরান নদীর মোহনায় এই জঙ্গলে থাকা হরেক প্রজাতির পাখি, বানর, শুকর, হরিণ, কুমিরের বাস ছিল। এখন এলাকা ন্যাড়া হয়ে যাওয়ায় সব শুনশান। এলাকা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বনদপ্তরের বিট অফিস থাকলেও কোন ব্যবস্থা নেননি তারা। বে–আইনি এই মেছোভেড়ির জন্য প্রতি বর্ষায় সুন্দরবনের বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। ঝড়, ঝাপটা থেকে রক্ষা করে এই ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, এই ঘটনা আত্মহত্যার সামিল। কলকাতার জন্য সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে। এই সপ্তাহে এলাকায় যাচ্ছি। এতদিন টনক নড়েনি। গ্রিন ট্রাইবুনাল সক্রিয় হতেই সুদর্শনকে গ্রেপ্তার করে মুখ বাঁচাতে চাইছে প্রশাসন। কিন্তু সুন্দরবনবাসীর প্রশ্ন এতদিন ধরে সুদর্শন ও তার দলবল এই ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেল তার নিরপেক্ষ তদন্ত করে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেককে ধরা হোক না হলে ভবিষ্যতেও এই কাজ চলবে।

এক নজরে কে কি বলছেন

থানা ও ব্লকে অভিযোগ জানিয়েছি, কিছুই হয়নি : পঞ্চায়েত প্রধান
ম্যানগ্রোভ না থাকলে সুন্দরবন বাঁচবে না: কান্তি গাঙ্গুলি
উদ্ধার হয়েছে কাঠ, বন্ধ করা হয়েছে কাজ : বনাধিকারি
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, অভিযুক্তরা সকলে গ্রেপ্তার হবে :মন্টুরাম পাখিরা
ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হল : বিচারক
এলাকায় যাচ্ছি, আদালতকে রিপোর্ট দেব সুভাষ দত্ত
যারা মদত দিল তাদের কি হবে? সুন্দরবনবাসী

বজবজ ২নং ব্লকের সমবায় সমিতির নির্বাচন

৩৮টি আসনেই ২৫ বছর পর জয়ী তৃণমূল

কুনাল মালিক

আলিপুর: দীর্ঘ ২৫ বছর পর দঃ শহরতলীর সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একমাত্র সমবায় চকমানিক কো–অপারেটিভ ফার্মাস সোসাইটি লিমিটেডের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৩৮টি আসনেই জয়লাভ করল। গত ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় ফলাফল প্রকাশ হতেই তৃণমূলের কর্মী সমর্থক নেতারা অকাল হোলি ও দীপাবলীর আনন্দে মেতে ওঠেন। সবুজ আবীর আর হরেক আলোক বাজির রোশনাই ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত সত্তর দশকে কংগ্রেসী জমানায় এই সমবায় গড়ে উঠেছিল। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর সমবায়কে তারা কুক্ষিগত করে রাখে। ১৯৮৯ সালে শেষ নির্বাচন হয়। তারপর থেকে নানা অজুহাতে ভোট করতে দেয়নি সিপিএম পরিচালিত বোর্ড। সস্তায় বীজ, সার, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থা ও ঋণ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র এম আর ডিলারদের মাল এই সমবায় থেকে বন্টন করা হত। সেই ব্যবস্থাতেও নানা দুর্নীতি ধরা পড়ে। ভিজিনেন্স সমবায়ের গোডাউন সিজ করে দেয়। রাজ্যে পরিবর্তনের পর বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় পরিচালন সমিতির নির্বাচনের বিশেষ উদ্যোগ নেন। সাতগাছিয়া, উত্তর বাওয়ালী, দঃ বাওয়ালী, চকমানিক ও নস্করপুর অঞ্চলে ৩৮টি আসনে ভোট হয়। সিপিএম প্রতিটি আসনেই প্রর্থী দেয়। বিজেপি উত্তর বাওয়ালী এলাকায় ৬টি প্রার্থী দিয়েছিল। প্রচারে সব দলই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সারদা সহ নানা ইস্যুকে তুলে ধরেছিল। এমনকি তৃণমূলকে হারাতে তলে তলে সব বিরোধী শিবিরই হাত মিলিয়েছিল বলে সূত্রের খবর। তবে সব প্রচার–অপ্রচারকে ধুলিসাৎ করে সাতগাছিয়া ও বজবজ বিধান সভা এলাকায় তৃণমূল আবারও ম্যাজিক দেখাল। ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও কোনো বিরোধীদল কোনো অভিযোগ করেনি বলে পুলিশি সূত্রের খবর। বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় জয়ের পরে বলেন, এবার সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সঠিক পরিষেবা দিতে হবে আমাদের। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, এই জয় প্রমাণ করল, ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করলে তৃণমূল কংগ্রেস যেকোনও অপ্রচারের বিরুদ্ধে জয়ী হবেই।

ADVERTISEMENT

Wanted seven Guest Teachers for different subjects, one Group-C staff and two Group-D staff for newly started Canning Model School at Moukhali, Canning II Block, Canning Sub-Division, District-South 24 Parganas.

Staff will be engaged by walk-in-interview, held on 27.11.2014 (Thursday) at the office chamber of SDO, Canning Sub-Division, District-South 24 Parganas.

Guest Teachers, Group-C and Group-D staff will be engaged from among retried teacher (s) and retired Govt. employee (s) respectively.

For details contact nearest BDO / Municipality / Sub-Inspector of Schools office or website-www.s24pgs.gov.in.

Sd/-
District Inspector of Schools (SE)
South 24 Parganas

১৩৩৩(৩)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৮.১১.১৪

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি ক্যানিং: গত ১৪ নভেম্বর দুপুরে নদীতে মাছ ধরার সময় বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হলেন এক মৎস্যজীবী। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম সুভাষ সরকার। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা গোসাবা ব্লকের সুন্দরবনের সোনাখালি জঙ্গলে। স্থানীয় ও বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার রজত জুবলি গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী সুভাষ সরকার সহ আরো ২ জন গত ১৩ নভেম্বর সকালে একটি নৌকা করে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরতে যায়। পরের দিন দুপুরে হঠাৎই একটি বাঘ ছুটে এসে মৎস্যজীবী সুভাষ সরকারের উপর ঝাঁপিয়ে পরে। এক ঝটকায় বাঘটি সুভাষকে পিঠে করে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়।

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যোগাযোগ করুন

৯২৩২১১২৬২৯/
৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/ ৯৫৯৩৪৫০৪৫৩

ই–মেল: prithatravels@gmail.com

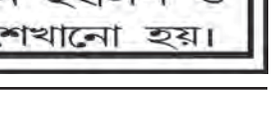

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

কাকদ্বীপ ছাড়িয়ে ডানা মেলছে নালন্দা শিক্ষা সংসদ

অধুনা বিহারের নালন্দায় সারা পৃথিবীর ছাত্র–ছাত্রীরা আসত পঠন–পাঠন করতে। একইভাবে বাংলার শিক্ষাকে একসূত্রে বাঁধতে চাইছে কাকদ্বীপ নালন্দা শিক্ষা সংসদ।

না ল ন্দা র ত্ন

সুপ্রীতি রায়, এইচ এস | রাকেশ হালদার, বি এড | কৃষ্ণা জানা, এম পি
দুর্গাপদ চক্রবর্তী, বি এড | বিকাশ দাস, বি এড | বিকাশ চন্দ্র দাস, এম এ
অরুণ দাস, বি এসসি | অতনু দাস, বি এলআইএসসি | কৃশানু মিশ্র, বি এস সি

ঘরে বসে পড়াশুনা করতে চান আর নিয়মিত বিভাগে শিক্ষালাভ করতে চান আপনাদের সামনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এনে দিয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বি এড, এম এড স্তরের উচ্চ শিক্ষা সবেতেই কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন নালন্দা শিক্ষা সংসদের ছাত্র–ছাত্রীরা। এরাই হয়ে উঠেছেন নালন্দা রত্ন। যে সে শিক্ষা নয়, নালন্দা শিক্ষা সংসদ ছাত্র–ছাত্রীদের আহ্বান জানাচ্ছেন কর্মমুখর সোনালী ভবিষ্যতের। পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় (এনআইওএস, ভারত সরকার স্বীকৃত) অনুমোদিত এই প্রতিষ্ঠান। ২০ বছর আগে যে অঙ্কুরের অভিষেক হয়েছিল তা আজ মহিরূহের আকার ধারণ করেছে। একের পর এক সফল ছাত্র–ছাত্রীরা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাকদ্বীপের শিক্ষার দ্বার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে নালন্দা শিক্ষা সংসদকে।

সার্টিফিকেটের গুরুত্ব

সরকারি শিক্ষা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের যে কোনও ইউজিসি ও এনসিটিই স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করলে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং যে কোনও সরকারি স্কুলে চাকরি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাছাড়া নালন্দা শিক্ষা সংসদ পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যে *ইউজিসি এবং এনসিটিই স্বীকৃত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড, এমএড* পড়ার ব্যবস্থা করে থাকে। বছরের শেষ লগ্নে তাই প্রস্তুত হন এই প্রক্রিয়ায় সামিল হতে।

ভর্তির নিয়ম

ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাস থেকে ভর্তি শুরু। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র এবং চার কপি রঙিন ছবি নিয়ে আসতে হবে সংসদের দফতরে। প্রতিটি বিভাগে ১০ জন করে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি হলে নালন্দা সংসদ দিচ্ছে বিশেষ ক্লাসের অভিনব অফার। টাকা পয়সা নিয়ে ভাবনা নেই। কারণ ভর্তি ফি ইনস্টলমেন্টে ভরতে পারবেন। যাদের ৫০ শতাংশ নাম্বার নেই তাদের সংসদ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫০ শতাংশ নম্বর করিয়ে পড়ানোর আলাদা ব্যবস্থাও আছে।

২০১৪–২০১৫ সেশনে ভর্তি চলছে

১০০ শতাংশ পাশের গ্যারান্টি ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার সুবিধা

তাই আর সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি ফোন করুন নালন্দা শিক্ষা সংসদের দু'দুটি মোবাইল নম্বরে। এলেই বুঝতে পারবেন আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মতো নালন্দা গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয় না, কাজ করে দেখায়।

৮৪৩৬৮১৭৫৪৮
৮৫৩৬০৩৭৮৯৭

Advt.

তলিয়ে যাচ্ছে সুন্দরী ঘোড়ামারা

অশোক কুমার মণ্ডল

সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: নদীর ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ঘোড়ামারা দ্বীপ। ঘোড়ামারা দ্বীপের পশ্চিমে হুগলি নদী। পূর্বে বটতলা নদী, উত্তরে হুগলি ও বটতলার মোহনা এবং দক্ষিণে হুগলি নদীর মোহনায় ভৌগোলিক পরিবেশ প্রবাহিত। এককালে এই দ্বীপটির আয়তন ছিল ৩১ বর্গকিলোমিটার। এখন ৮ বর্গকিলোমিটার বাকিটা নদীর গর্ভে। একসময় জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ হাজার। বর্তমানে ৫ হাজার মতো। দ্বীপে মিলন বিদ্যাপীঠ নামে একটি হাইস্কুল আছে। ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ৪৫০। ছাত্রাবাসে তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ২০ জন ছাত্র থাকে। চুনপিড়ি, ঘাসিমারা, বাগমাড়া, মন্দিরতলা, রায়পাড়া, হাটখোলা এই ছটি গ্রাম নিয়ে ঘোড়ামারা দ্বীপ। সাগর পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা ৫ জন। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সংখ্যা ১ জন। ইতিপূর্বে ঘোড়ামারা দ্বীপের সম্মুখে লোহাচড়া দ্বীপ ও ঘোড়ামারা দ্বীপের খাসিমারাএলাকাটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

ব্রিটিশ আমলে সাহেবরাপ্রথম স্টিমার থেকে নেমে কাদা পেরিয়ে উঁচু ডাঙায় ওঠেন। সম্পূর্ণ কাদায় ভর্তি বলেই ইংরেজ সাহেবরা স্থানটির নাম দেয় মাডপয়েন্ট। ম্যাকিন্টোস ও ফেরিন্টোস দুই জন সাহেব ভাতৃদ্বয় এই দ্বীপেই বসবাস করতেন। ইংরেজ সাহেব ম্যাকিন্টোসের ভাই ফেরিন্টোস বরাবর ঘোড়ায় চড়ে হরিণ শিকারে যেতে ভালোবাসতেন। একদিন সমুদ্রে খাঁড়ির ধারেই ঘোড়ায় চলে শিকারে যাওয়ার পথেই সুন্দর বনের বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার অর্থাৎ সুন্দর বনের বাঘ ও বাঘিনী (দক্ষিণ রায়) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়া সহ সাহেব ফেরিন্টোসকে মুখে তুলে নিয়ে গভীর অরণ্যে চলে যায়। পরে লোকমুখে এই ঘটনা প্রচার হয়ে গিয়ে ঘোড়ামারা দ্বীপ বলেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

আর এই দ্বীপ সাহেবদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পোস্ট অফিসের নাম হয়ে তাকে মাড্‌পয়েন্ট। ইংরেজরা এই দ্বীপের জঙ্গল পরিস্কার করে জনবসতি ও আবাদিকরণের চিন্তাভাবনা শুরু করেন ১৮১১ সালে। ১৮১৩ সালে ১০ বছরের জন্য রাজস্ব মুক্ত বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন বিস্ট সাহেব। এরপর সাহেবদের অনেকে এলেন চামড়া, লবণ ও তামাক চাষের পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু জঙ্গলাকীর্ণ নদী খালে বহুধাবিভক্ত দুর্গম সাগর দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণে স্বল্প জায়গা ব্যতীত কোথাও চাষাবাদের যোগ্য ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারেন নি সাহেবরা। ঘোড়ামারা সহ উত্তরে ৫টি গ্রাম মুড়িগঙ্গা, বামনখালি, শিকারপুর, কোম্পানিচর, কালেক্টরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ম্যাকিন্টোস ও হান্টার কোম্পানির অধীনে গড়ে উঠেছিল।

সাহেব কোম্পানিগুলি ''সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি'' গড়ে তুলেছিলেন। তাই সাহেবরা ১৯০৪ সালে সর্বপ্রথম ঘোড়ামারা দ্বীপে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও ব্রিটিশ উপনিবেশের জন্য পুলিশের থানা স্থাপন করেন। পরে ১৯১৮ সালে ঘোড়ামারা দ্বীপ থেকে সাগর দ্বীপের মুড়িগঙ্গা গ্রামে থানাটি স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে থানাটি মুড়িগঙ্গা থেকে সাগরের হরিণবাড়িতে চলে গিয়েছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেরই অভিমত হলদিয়া বন্দরকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য নয়াচর থেকে কুলপির ট্যাংরা পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার ডুবো বাঁধ নদীর উপর দিয়ে তৈরি হয়েছে এটা তারই কুফল। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে ঘোড়ামারা দ্বীপের চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসা নদীর ক্রমাগত ভাঙনে স্থানীয় অধিবাসীদের বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদিও তৎকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা চলেছিল। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে নদীর ভাঙনে বিপন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপের যথাসর্বস্ব খুইয়ে ফেলা উদ্বাস্তুদের সাগর দ্বীপের বঙ্কিমনগর, জীবনতলা, মহেন্দ্রগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ৪ বিঘা চাষাবাদের জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ঘোড়ামারা দ্বীপের অধিবাসীদের ধান, লঙ্কা, তরমুজ, নারিকেল ও বর্তমানে মিঠাপান চাষ প্রধান অর্থকরী ফসল রূপে পরিগণিত হয়েছে। এইরূপ অর্থকরী ফসলকে বাঁচানো যাবে কিনা? তাই নিয়ে গ্রামবাসীরা বেশি চিন্তিত।

কারণ নদীর ভাঙন ও জলোচ্ছ্বাস। এই দ্বীপে যে ডাকঘরটি ছিল তাহা বিগত ৩ বৎসর পূর্বে নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ১৯১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী এই ঘোড়ামারা দ্বীপে লোকসংখ্যা ৩ হাজার ৬ শত। আই সি ডি এই কেন্দ্রের সংখ্যা ৬টি। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১টি। হাইস্কুল একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি এই দ্বীপে আছে। একসময় ঘোড়ামারা দ্বীপের জমি ছিল সাড়ে ১৯ হাজার একর। বর্তমানে তাই কমে দাঁড়িয়েছে সাতশো একর। অর্থাৎ আর দুই হাজার বিঘা জমি আছে। ব্যাপক নদী ভাঙনের পাশাপাশি এই দ্বীপে প্রায় প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ভরা কোটালের প্লাবনে নোনা জল ঢুকে রোয়া জমি নষ্ট হয়ে যায়। সুন্দর বনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দরবন বাদাবনের এই দ্বীপটি আগামী ৫ বছরের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বকখালি–সাগর ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান এবং জনগণের কাজের ও কাছের মানুষ বলেই খ্যাত বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, ঘোড়ামারা দ্বীপ তথা মাডপয়েন্টের হেরিটেজ রক্ষা করবার জন্য বর্তমান মা–মাটি মানুষের সরকার বদ্ধপরিকর। আগুনমারীচড়া থেকে কুলপি পর্যন্ত হলদিয়া বন্দরকে বাঁচাবার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদিক থেকে ধেয়ে আসা প্রবল স্রোত ঘোড়ামারা দ্বীপে আছড়ে পড়ছে। তার ফলেই এই রূপ ব্যাপক নদী ভাঙন হচ্ছে বলেই তাঁর ধারণা। এমন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কলকাতা পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলেই জানান। তিনি আরও বলেন যে, ঘোড়ামারা দ্বীপের পশ্চিমদিকে নিমতলা এলাকার নদীর বাঁধের পাশেই ভাঙন রোধ করার জন্য বোল্ডার ফেলা হয়েছে। তিনি রাজ্য সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানান।

সম্প্রতি হোভারক্রাফটে নদীপথে গঙ্গাসাগর আসার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভাগীয় সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই দ্বীপের নদী ভাঙন পরিদর্শন করেছেন বলে জানান। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাঁচা নদীতে ফেলবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। খাসিমারা নিমতলা এলাকাগুলিতে। তিনি সেচ বিভাগের কাকদ্বীপ ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করে প্ল্যান–এস্টিমেট তৈরি করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই দ্বীপে কোন স্থায়ী বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকার ওয়েবরেডার আর্থিক আনুকূল্যে হোম লাইট সিস্টেমে এখানে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানান বক্ষিমবাবু। এই দ্বীপের ৮১৯টি পরিবারের জন্য ইতিমধ্যে হোম লাইটের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আরও ৩৪২টি পরিবারকে হোম লাইট দেওয়া হবে। ৪০টি হোম লাইট ইতিমধ্যে খারাপ হয়ে গেছে।

ওয়েবরেডা ও বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে অতি সত্বর সেই হোম লাইটগুলি সারানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই দ্বীপের একমাত্র হাইস্কুল মিলন বিদ্যাপীঠকে সাংসদ চৌধুরী মোহন জাতুয়ার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে বলেই তিনি জানান। প্রধান মন্ত্রীর গ্রাম–সড়ক যোজনার আর্থিক আনুকূল্যে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যায়ে পুরানো ফেরীঘাট থেকে দ্বীপের ট্রাঙ্ক পাড় পর্যন্ত মেরামত করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বিশেষ উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ৫টি ইটের রাস্তা এবং ৪টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। এর মধ্যে ২টি ইট বিছানো রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই ২টি রাস্তার কাজ তিনি নিজে উদ্বোধন করেছেন।

সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর মন্ত্রী তথা সেচ ও জলপথ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা একান্ত সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, নদীর ভাঙনে বিপন্ন এই ঘোড়ামারা দ্বীপকে বিগত সরকার নো ম্যানস্ ল্যান্ড হিসাবে বিধানসভায় ঘোষণা করেছিল। বর্তমানে মা–মাটি–মানুষের দ্বারা নির্বাচিত জননেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে বিগত সরকারের নো ম্যানস্ ল্যান্ড পরিকল্পনার প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এই ঘোড়ামারা দ্বীপের নদীর ভাঙনকে রোধ করার জন্যে এই দ্বীপের অধিবাসীদের ভবিষ্যতে সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, নামখানা এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুন্দরবনের ভূমিপুত্র তথা সুন্দরবনবাসীর একান্ত কাজের ও কাছের মানুষ হিসাবে পরিগণিত মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা দৃঢ়তার সঙ্গে আরও বলেন যে, এই দ্বীপে বসবাসকারী প্রায় ৫ হাজার মানুষদের, আই সি ডি এস, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, হাইস্কুল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিদের নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের সরকার উদ্যোগ নেবে। সেচ দফতর এর মাধ্যমে নদী বাঁধ মেরামত এবং ঘোড়ামারা দ্বীপের একমাত্র অর্থকরী ফসল পান, বরজগুলি বাঁচাবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ পরেন। তিনি অবশ্য আশার কথা শুনিয়েছেন। তার মতে বর্তমানে ঘোড়ামারা দ্বীপের বিভিন্ন পার্শ্বে চর পড়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এই দ্বীপে নদীর ভাঙন বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএম দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য মিলন পড়ুয়া এক একান্ত সাক্ষাতকারে চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ঘোড়ামারা দ্বীপের লাগাতার ভাঙন রোধ করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশাপাশি নদীর ভাঙনে বিপন্ন অধিবাসীদের পুনর্বাসনের দাবি করেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাগরদ্বীপে বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষানুরাগী, স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত অমূল্য কুমার মেটে ১৯৩২ সালে ঘোড়ামারা দ্বীপে শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলনের জন্য ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি ঘোড়ামারা দ্বীপের পঞ্চায়েতের অঞ্চল প্রধান ছিলেন। এছাড়াও প্রফুল্ল কুমার মেটে এই দ্বীপ থেকে সর্বপ্রথম ১৯৪২ সালে সাগর ব্লকের শিক্ষানুরাগী হিসাবে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার – প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রায় ২ শত বৎসরের প্রাচীন সভ্যতা কপিলমুনির লীলাক্ষেত্র সাগরদ্বীপ সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা প্রধান শিক্ষানুরাগী জগন্নাথ মাইতি।

লেখক পরিচিতি – সাগরদ্বীপ তথা বাদাবন সুন্দরবনের জলজঙ্গল বেড়ে ওঠা পেশাগত সাংবাদিক, ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার ও শিক্ষাকর্মী সাগর মহাবিদ্যালয়।

অমাবস্যার রাতে তারাপীঠ

কুনাল মালিক

(দ্বিতীয় পর্ব)

তারাপীঠ : ঘড়ির কাঁটায় রাত ১টা ৩৫ মিনিট। আমাদের গন্তব্যস্থল এখন বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভের ঐতিহাসিক স্থান শিমূলতলা। শ্মশানের ডানদিকে কংক্রিটের রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। অন্ধকারটা আরও তীব্র হয়েছে। হঠাৎ বিকট চিৎকার করে একটা প্যাঁচা আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। শিমূলতলায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। তখনও অনেকগুলো কুকুর থামের ওপর ঘোরাফেরা করছে। যেন বামাক্ষ্যাপাকে পাহারা দিচ্ছে তাঁর ভৈরব বাহিনি। আমরা মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। শিমূলতলার পাশে একটা ঝুপড়ি ঘর। দরজা খোলা। ভিতরে এক মহিলা মন্ত্র পড়ছেন ধুনি জ্বালিয়ে। সামনে এক ভক্ত বসে আছেন। দরজা ঠেলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ওই মহিলা সন্ন্যাসিনী বড় বড় চোখ বার করে আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললেন। ওই সন্ন্যাসিনী জানালেন তিনি তারা মায়ের সাধিকা। তেরো বছর ধরে এই শ্মশানে সাধনা করছেন। নাম কড়ি মা। অনেকে তাঁকে গৌরী মা বলে সম্বোধন করেন। বাড়ি ছিল উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে। গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা জগতে সত্য কি? হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন গৌরী মা। সব মিথ্যা। তুই আমি সব মিথ্যা শুধু এই গাছপালা শ্মশান আকাশ বাতাস আর তারা মা সত্যি। বাদ বাকি সব মিথ্যা। অবাক চোখে বললাম, মা ঠিক বুঝলাম না। মা বললেন, মাকে ডাক সময় হলেই সব বুঝবি। মাকে প্রণাম করে ঝুপড়ি থেকে বেড়িয়ে এলাম। শ্মশানের শেষ প্রান্তে অনেকটা দূরে দ্বারকা নদীর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে চোখে পড়ল হোমের আগুন। সামনে আগুনের শিখায় দেখা যাচ্ছে লাল কাপড় পরিহিত এক মুখ দাড়ি নিয়ে এক সাধু বসে আছেন। যুবকটি একটি সাদা কালো পোস্টকার্ড সাইজের ছবি বের করলো। সাধুজি চিৎকার করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। তারপর বললেন, তোর মেয়েকে বাঁচাবো না মেরে ফেলবো? যুবকটি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা বাবা। সাধু বললেন, ওই ছবিটা হোমের আগুনে আহুতি দে। যুবকটি তার নিজের মেয়ের ছবিটি হোমের আগুনে নিক্ষেপ করলো কিন্তু ছবিটা হোমের আগুনে না পড়ে একটু দূরে পড়লো ওরা সেটা লক্ষ্য করেনি আমি কথা বলার ফাঁকে ওই ছবিটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। ওই সাধুর কীর্তিকলাপ দেখে আমরা হতবাক হয়ে গেছি। ঘড়ির কাঁটায় প্রায় পৌনে ৩টে। কল্যাণ বললো, চ এবার হোটেলে ফিরে যাই, ভয় ভয় করছে। আমরা নদীর পাড় থেকে কংক্রিটের রাস্তায় উঠলাম। হঠাৎ শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে এক বিকট ধ্বনি শুনতে পেলাম – বল হরি হরি বোল...

লেন্সে শিশুদিবস

সারা দেশের সঙ্গে শিশু উৎসবের উচ্ছলতায় সামিল হয়েছিল এ রাজ্য। কলকাতা এবং তার লাগোয়া হাওড়ায় এই উপলক্ষ্যে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। যাতে অংশ নিয়েছিলেন চলচ্চিত্রের মেগা তারকা থেকে ভবিষ্যতের সোপান শিশুরা। গান, আবৃত্তি, নাচ, বিতর্ক, ক্যুইজ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রদর্শনীতে মেতে ওঠে কচিকাঁচারা। শিশুদিবস পালনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এমন কিছু কোলাজ চিত্র উঠে এসেছে নিম্নলিখিত ছবিগুলিতে। যাতে ধরা পড়েছে শৈশবের উচ্ছল জলতরঙ্গের পটচিত্র।

হাওড়ায় আয়োজিত ডগ শো

সায়ন্তী গাঙ্গুলী : হাওড়া ক্যানেল ক্লাবের উদ্যোগে ১৬ নভেম্বর ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে এই বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এখানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুরসভার মেয়র ডঃ রথীন চক্রবর্তী, বাগনানের মেয়র রাজা সেন এবং পুরসভার আধিকারিক শ্যামল মিত্র। প্রায় ২০ ধরণের ভিন্ন প্রজাতির ৩০০টি কুকুর এসেছিল। এই প্রদর্শনীর সম্পর্কে শ্যামল মিত্র জানান, 'আমি শুধুমাত্র অতিথি হিসাবে এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছি। আগামী দিনে মেয়র পরিষদ রাস্তার কুকুরগুলির প্রজন্ম যেন সেভাবে বৃদ্ধি না পায় সেই জন্য নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে। ক্যানেল ক্লাবের সম্পাদক ও প্রদর্শনীর পরিচালক সঞ্জীব মৈত্র বলেছেন, বাড়ির কুকুরগুলির কতটা সঠিক চিকিৎসা পায় এং কতটা স্নেহ পায় তা বোঝার জন্য এর আয়োজন করা হয়েছে।

ছবি : শ্রেষ্ঠা কুণ্ডু

বিশ্ব শান্তি প্রচারে লায়ন্স ক্লাব

অন্তরা সুতার : বিশ্ব শান্তির প্রচারে ১৬ নভেম্বর লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ১০ থেকে ১৩ বছর বয়সের প্রায় ৮০ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে ব্রহ্মচারী বালিকা বিদ্যালয় একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ডি জি এগরা পূর্ব মেদিনিপুরের তুষারবরণ হাজরা, প্রাক্তণ প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেন, আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রধান ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তুষার বরণ হাজরা জানান, ''আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল যাতে ছেলেমেয়েরা বিপথগামী না হয়। তাদের চিন্তাভাবনায় বিশ্বশান্তি কি ভাবে আসবে তারই বার্তা আঁকার মাধ্যমে তাদের মানসিকতায় কিছুটা যাতে প্রকাশ পায়''। শ্যামলবাবু জানান, ''এখন ছোটদের শিক্ষার উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। তারাই এখন দেশের ভবিষ্যৎ। সঠিক পরিচালনা করলে তারা একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে।'' প্রতিযোগিতার বিচারকমন্ডলী ছিলেন আর্ট কলেজের কিছু সিনিয়র ছাত্র। এবং বিভাগীয় প্রধান সমরেশ চৌধুরী। সংস্থার তরফ থেকে ছেলেমেয়েদের সার্টিফিকেট প্রদান ও সফট্ টয়েজ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রতিযোগিতাটি পরবর্তী পর্যায় জেলাভিত্তিক থেকে রাজ্যস্তরে উন্নতি করা হচ্ছে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০৯টি দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচার পাবে।

সংসার কিছু নেয় না, সব ফেরৎ দেয়

দীপককুমার বড় পণ্ডা

শ্যামা পুজোর রাত্রে কাঁথি যাচ্ছি। প্রণব দা ফোন করলেন। বললেন, 'কালী বাবু আজ দুপুর দেড়টায় মারা গেলেন।' খানিকক্ষণ চুপ করেছিলাম। কিছু বলতে পারিনি। এই মৃত্যুটার জন্য মন কোনোভাবেই তৈরি ছিল না। কয়েকদিন আগেইতো মানুষটার সঙ্গে অনেক কথা বললাম। একেবারেই সুস্থ একটা মানুষ। হ্যাঁ, বয়স হয়েছিল আশির কোঠায়। তাই বলে একেবারে হঠাৎ চলে যাবেন তিনি, একথা ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। প্রণব দা বললেন, 'তোমরা একসঙ্গে ছিলে, জানি সেজন্য তোমার একটু বেশি খারাপ লাগবে।' হ্যাঁ, এটাই আসল কথা। কালীদাস ঘোষ আমার সহকর্মী। আমরা একসঙ্গে থাকতাম, একসঙ্গে সারি দিয়ে পাশাপাশি খেতাম, সে এক দিন ছিল আমাদের জীবনে। আমরা একসঙ্গে কাজ করতাম সামালীর 'বিবেকনিকেতন'এ। তখন 'বিবেকনিকেতন'এর ছাত্রদের দেখাশোনার জন্য এত মানুষ ছিলেন না। সেই অর্থে কালী দা-ই একমাত্র ভরসা। অন্যরাও ছিলেন, কিন্তু কালী দা 'সেকেন্ড অফিসার'।

'বিবেকনিকেতন'এর প্রতিষ্ঠাতা তরুণভূষণ গুহ-র সমস্ত নির্দেশ পালন করা থেকে, আশ্রমের ছেলেদের ডিসিপ্লিন, সমিতির মেম্বারদের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে নানা সরকারি বেসরকারি অফিসে যাওয়া সব দায়িত্ব কালী দা-র। কালী দা-র একটা সাইকেল ছিল, সেই সাইকেলেই তিনি সামালি থেকে গোটা কলকাতা চক্কর কাটতেন। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন কালী দা-র বয়স ৬০ ছাড়িয়েছে। তাতে কি? কালী দা-র কোনো ক্লান্তি ছিল না। বাইরে থেকে ঘুরে এসেই চিৎকার শুরু করতেন ছেলেদের ওপর। সেই চিৎকারে একটা অপত্যস্নেহ কাজ করত। তবুও, বহুবার বলেছি, ছেলেগুলোকে অত বকবেন না, ওরাও বড় হচ্ছে, ওদের খারাপ লাগে। কালী দা বলতেন, 'আরে, ওরা যদি এখানে থেকে না পড়াশোনা করে তবেতো গোল্লায় যাবে, পুরো ভ্যাগাবন্ড হয়ে ঘুরে বেড়াবে সারাজীবন। বকাঝকা করে যদি মানুষ করা যায়, সেই চেষ্টাতো করতে হবে নাকি?' কালী দা-র ভালোবাসায় এবং চিৎকারে ছেলেগুলো 'মানুষ' হয়েছে কিনা জানি না, তবে যেসব ছেলেদের ওপর কালী দা-র ওইসব বকাঝকা চলত, তারা পরবর্তীকালে খারাপভাবে কিছু মনে রাখেনি। 'বিবেকনিকেতন'এর প্রাক্তনীদের সঙ্গে কোথাও দেখা হলে ওরা বড়জ্যাঠু (তরুণভূষণ গুহ) আর কালী জ্যাঠুর কথা জি'সে

যাওয়া আসার পথে পথে

করেছে। কোনো অভিযোগ নেই তাদের। কালী দা-কে এসব কথা বলতাম। দেখেছি কালী দা-র চোখ ছলছল করত। ওই ছেলেদের কথাও কি যত্ন করে জানতে চাইতেন! ওরা কী করছে, আগের মতন সেই ভ্যাবলা টাইপের আছে কিনা, এসব নানা প্রশ্ন।

এদের ঘিরেইতো কালী দা-র সংসার ছিল। বিয়ে করেছিলেন না, সংসার-সীমানায় নিজের কেউ আছে বলেও শুনিনি। নিজের বাড়ির কথা

উঠলে বর্ধমান-এর কথা বলতেন, ওখানে কোনো এক গ্রামে জন্ম তাঁর। এই পর্যন্ত। বাকিটা সবটাই যেন 'বিবেকনিকেতন'। কালী দা-কে মাঝেমাঝে বলতাম, বয়স হচ্ছে, এরপর কী হবে? আর কি এত দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন? কোনো ভ্রূক্ষেপ করতেন না। আজকালতো সময় এত খারাপ যে, বুড়ো বাপ-মাকে ছেলে-মেয়েরাই দেখে না। বছর পাঁচ-সাতেক কালী দা আর আগের মতন তেমন কাজ করতে পারছিলেন না। এরমধ্যে 'বিবেকনিকেতন'-এর কর্ণধার তরুণভূষণ গুহ ২০১০ সালে ৫ অক্টোবর মারা গেলেন। চিন্তা হত, এবার কালী দা-র কী হবে? না, কোনো অসুবিধাই হয়নি। তরুণ বাবুর পরবর্তীকালের পরিচালক প্রণব দা (গুহ) কিংবা বাসবী দি-রা (চ্যাটার্জী) কালী বাবুকে যোগ্য সম্মান দিয়েই রেখেছিলেন। অসমর্থ শরীরে তাঁকে কোনো বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়নি। নিজের মতন করে উঠতেন বসতেন ঘুরতেন কিংবা কাজ করতেন। কাজের কোনো বাধ্যতা নেই।

'বিবেকনিকেতন' যাঁরা পরিচালনা করে, সেই নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি বারে বারে মনে করেছে, 'কালী বাবু, তুমি অনেক দিয়েছে, এবার বিশ্রাম কর।' আশ্রমের ছাত্ররা এবং কর্মীরা সকলে মিলে যে একটা পরিবার - একথা বারেবারে মনে হয়েছে এই কালী দা, মমতা দি, বংশী দা-দের দেখে। মমতা দি আশ্রমের শিক্ষিকা ছিলেন। গত বছর ভাইফোঁটার দিন একেবারেই হঠাৎ মারা যান। বংশী দা এখানে রান্না করতেন। তিনিও কয়েকবছর আগে হঠাৎ মারা যান। এঁরা কাজের মধ্যেই ওঁদের জীবন শেষ করেছেন। সমিতি এঁদের শেষবেলার সব দায়িত্ব পালন করেছে। এঁদের মৃত্যু যেন আমাদের অনেক শিখিয়েছে। কালী দা-র রক্ত সম্পর্কের কাউকে না পাওয়া গেলেও তাঁর মুখে আগুন দিয়েছেন আশ্রমের কর্মী প'ানন দা। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ হয়েছে সমিতির উদ্যোগে। কালী দা, মমতা দি, বংশী দা-রা দেখতে পেলেন না, তাঁর শ্রাদ্ধে সারি দিয়ে বসে আছে তাজিবুল, হারু, কমল, মন্টুরা। তাদের চোখে জল। শ্রাদ্ধের সংস্কার ছেড়ে দিলেও 'বিবেকনিকেতন'এর এর শ্রদ্ধা, কচি কচি ছেলেদের আবেগ, কোথাও যেন ছুঁয়ে যায় আমাদের সবাইকে। জানি, এর পেছনে সমিতির সভানেত্রী সুজাতা গুহ, সম্পাদক প্রণব গুহ, কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জিদের অনেক ভূমিকা, অনেক উদ্যোগ আছে। এঁদের চেষ্টাতেইতো কালী দা-দের মতন মানুষেরা রাজার মতন মরতে পারলেন। কোনো অবহেলা নয়, কোনো যন'ণা নয়, কোনো অনুকম্পা নয়, সমিতি কালীদাস ঘোষ, মমতা সেন, বংশীদাকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই পরিবারবোধ, এই ক'ত'তাবোধ-এর কথাই বলে গেছেন প্রয়াত তরুণভূষণ গুহ। তিনি মনে করতেন আমরা 'বিবেকনিকেতন'এর কর্মীরা আসলে একটা পরিবার। তাঁর উত্তরসূরীরা সেই আদর্শের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলছেন। আমার দাদু শিক্ষক ননীগোপাল রায় বলতেন, 'সংসার কিছু নেয় না, সব ফেরৎ দেয়। সংসার কোনো ঋণ রাখে না। আমাদের সমাজটাও তাই, সব ফেরৎ দেয়। সমাজও কোনো ঋণ রাখে না। সমাজ আমাদের ধরে রাখে। সে ধারণ করে।' কালী দা, আপনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন। 'বিবেকনিকেতন'-এ কর্মী হিসেবে কে সিনিয়র, আমি না আপনি, এ নিয়ে খুব ঝগড়া করতেন। বহুবার বলেছি, আপনি বেশিদিন, আপনার অনেক কাজ, আপনার অনেক ভালোবাসা, আজও তাই বলছি।

'প্রতিভূর' ব্রহ্মবান্ধব স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ নভেম্বর ঠাকুরপুকুরের লরেটো ভিনসেন্ট স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে প্রতিভূ আয়োজিত দীপালি রায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ভারতীয় সমাজ এই শীর্ষক ভাষণে ডঃ ঈশিকা চট্টোপাধ্যায় ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী ও সভা মুখ্য ডঃ সুরঞ্জন মিদ্দে আলোকপাত করেন ব্রহ্মবান্ধবের বহুমুখী জীবনচর্চার ওপর। ঈশিকা দেবী বলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তৎকালীন বঙ্গ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তার বহুবিধ কর্মধারার মাধ্যমে। ডঃ চৌধুরী জানান ব্রিটিশ আমলে তাঁর সম্পাদিত সন্ধ্যাকালীন পত্রিকা 'সান্ধ্য'ব্রিটিশ বিরোধীতা এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল এবং পত্রিকাটির সব সংখ্যা আজও সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন এবং অসুস্থ অবস্থায় মারা যান, আজ তিনি প্রকৃত অর্থেই এক 'ফরগটেন হিরো'। ডঃ সুরঞ্জন মিদ্দে বলেন, আগামি দিনে ব্রহ্মবান্ধবের জীবন নিয়ে পাঠ্যক্রমে আরও বেশি চর্চা হওয়া প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার ফেলিক্স্ এবং শিক্ষাবিদ সিরিল মুনিকে দিপালী স্মারক সম্মান দেওয়া হয়। আগামি কয়েকমাসের মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন ফাদার ফেলিক্স। শিশুরা নৃত্য পরিবেশন করে। সভায় মিঃ মাইকেল, ডঃ বিজন মন্ডল, স্বরূপ সরকার, অসিতকুমার ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যারাম প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভদ্রেশ্বর গৌরহাটী আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র এবং তেলিনীপাড়া আদর্শ শ্রমিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮ ও ১৯ নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী নক আউট পদ্ধতিতে এক বিরাট ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৭০ জন পুরুষ প্রতিযোগী অংশ নেয়। বুধবার সারাদিন ধরে খেলার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে টানটান উত্তেজনায় ফাইনালে গৌরহাটীর শ্রমিক কেন্দ্রের খেলোয়াড় অশোক কুমার যাদব চ্যাম্পিয়ন হয়। অপরদিকে তেলিনীপাড়ার রবিপ্রসাদ রানার্স হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি লেবার কমিশনার ত্রৈলোক্য নাথ মুখার্জী, ইনচার্জ সবিতা নিয়োগী, ডাঃ প্রেমনাথ তেওয়ারি, অনুকূল সূত্রধর, বিজয় কুমার মাহাতো, রূপ কুমার খাঁড়া প্রমুখ।

শারদ সাহিত্য পরিক্রমা

তারুণ্য (পশ্চিম পুঁটিয়ারী, কলকাতা-৪১) (সম্পাদক — সুকুমার মণ্ডল) ২৮ বর্ষের ১১১তম সংখ্যাটি পত্রিকার ঐতিহ্য আরও এগিয়ে দিয়েছে। দেশ মজবুত করতে নারী শক্তির বিকাশ কতটা জরুরী, সেই শীর্ষ রচনায় একগুচ্ছ কবিতা ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্যায়ে দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, তমেকা ঘোষ, দিগম্বর দাশগুপ্ত, শান্তনু গুড়িয়া, সন্ধ্যা ধাড়া প্রমুখ ভালো লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন, মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, আরণ্যক বসু, ভীম ঘোষ, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, গৌর দত্ত পোদ্দার, পার্থসারথী সরকার, নিতাই মৃধা, প্রদীপ সাহা, সুনীল সাধুখাঁ প্রমুখ। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা-র উপর রচিত ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধটি পরিশ্রমজাত। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাকতালীয় জাদু লেখাটি মজার। অণু গল্পে রতন শিকদার, সুপ্রিয় সাহা, মানস মণ্ডল মনের খোরাক জুগিয়েছেন। রম্য রচনায় সুকুমার মণ্ডল শেষ লাইনে মজার ছক্কা ফেলেছেন। খুব জরুরী লেকাটি হাজির করেছেন তারাশঙ্কর দত্ত। বিবেকানন্দের স্বাধীনতা ভাবনা আমাদের আগামী দিনে পথ দেখাতে পারবে। নিবন্ধটি সংগ্রহযোগ্য। শেষ পাতে হাসির চুটকি গুলিও পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করেছে।

নতুন প্রভাত (জগদীশপুর হাট, হাওড়া) (সম্পাদক – রবিন চট্টোপাধ্যায়) ছোটদের বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ। ছোটগল্পগুলি হতাশ করেছে। কোনটিই রচনাকারদের মুন্সিয়ানায় প্রমাণ দেয় না। কবিতায় পঙ্কজ সাহা, বিপ্লব চক্রবর্তী, সুস্মেলী দত্ত, তপন তরফদার, আশিস চৌধুরী উল্লেখের দাবী রাখেন। যাদুসম্রাট পি সি সরকারের জীবনের অজানা কিছু কথা তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ পাবেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি/ছড়াকার/আবৃত্তিকার ডঃ নীলাদ্রি বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাতকার-টি খুবই মনোজ্ঞ।

অর্ধেক আকাশ (অসীমা মুখোপাধ্যায়-প্রকাশক বিভা পাবলিকেশনস, দাম ৫০ টাকা) গোটা আকাশ জুড়ে নানারঙের খেলা। নানা স্বাদের কবিতার সমাহার ঘটেছে এই কবিতার বইটিতে। কবিতার ভাষা এই সময়ের, নিময়াণে পারিপাট্যের ছাপ স্পষ্ট। অধিকাংশ কবিতার কোথায় যেন অপ্রাপ্তির অভিমান ফুটে উঠেছে বারে বারে। বসন্ত চলে যাচ্ছে রিক্ত শূন্য হাতে (বসন্ত ফিরে যাচ্ছে)/তার চেয়ে অল্প স্বল্প দুঃখটুকু নিয়ে কাটাবো দিবস রাত্রি সুখকে ঢেকে (নিজস্ব অভিমান)/তবু আজও, কি পেয়েছে নারী... চিরকাল তার বুকে তীব্র হাহাকার (অর্দ্ধেক আকাশ)/তবুও তো কষ্ট হয় কেউ চলে গেলে (মৃত্যু)... ইত্যাদি অনেক মুহূর্ত কবি এঁকেছেন অতি যতনে। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

বিপন্ন পৃথিবী (পরিতোষ সামন্ত — প্রকাশক শ্রীমতি প্রকৃতি সামন্ত, চিন্তামণিপুর, দুর্বাচটি, দাম ৭০ টাকা) সমাজের নানা রূপের মিছিল একের পর এক কবিতায় ফুটে উঠেছে কবির নিজস্ব শৈলী-তে। সেখানে নির্মাণের কায়দা-কানুন দেখানোর প্রয়াস নেই, সোজাসুজি ভাবনা-চিন্তা-শঙ্কা-আশার কথা বলেছেন। কখনও সংগ্রাম তথা প্রতিরোধের আহ্বানও করেছেন। আশি পাতার আয়তনে আটাত্তরটি কবিতা। ছাপা-র কাজ ঝকঝকে, তবে প্রচ্ছদে আরও কিছু নিরীক্ষার সুযোগ বোধহয় ছিল।

অরূপ রতন

দুরন্ত (ভারতী ভট্টাচার্য-প্রকাশক সৃজন, শিলচর-৭৮৮ ০০১) লেখিকার দ্বিতীয় গল্প-সংকলন। আঠারোটি গল্প নিয়ে দু-শোর অধিক পাতার বই অর্থাৎ প্রতি গল্প গড়ে দশ-এগারো পাতা। সব কটিকে ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত অভিহিত করা যাবে কিনা সে ধন্দ থেকেই গেল। লেখিকার সোজা-সাপটা গল্প বলার ধরন পাঠকদের কাছে আদরণীয় হবে। ভালবাসা, বঞ্চনা, অভিমান ঘুরে ফিরে এসেছে গল্প গুলিতে। তবু বেশ কিছু বিসাদৃশ্য এই প্রতিবেদকের চোখে পড়েছে, যেগুলি উল্লেখ না করে পারছি না। বই-এর নামের বানান বিভ্রাট দুরন্ত কে দূরন্ত দেখে ঝটকা লাগে। যদিচ ভিতরের পাতায় পরে দুরন্ত বানান-ই ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ কিছু শব্দের উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে কানে লেগেছে। যেমন আপনি যদি খারাপ না পান (গল্প প্রতিবন্ধী) কথাটি আপনি যদি কিছু মনে না করেন... হতে পারতো। র এবং ড় এর ব্যবহারে বেজায় গোলমাল থেকে গেছে। বহুক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার হয়েছে অপ্রয়োজনীয় শব্দে, আবার কোথাও ধোঁকা শব্দে চন্দ্রবিন্দু গায়েব। উনা শব্দটি মূল স্রোতের বাংলায় ওনা লেখা হয়। গল্পের অবয়বে ঘটনার আবর্তের সাথে সাথে প্যারাগ্রাফের প্রয়োজন হয়, লেখিকা প্রায়ই সেসবের ধার ধারেন নি। তার থেকেও বড় প্রশ্ন ছোটগল্পের বৈশিষ্টের দিকটি অলক্ষিত থেকে গেছে। দীর্ঘ সময় ধরে কাহিনীর বিস্তারের জন্য উপন্যাস-ই ভালো। সেকারণে বেশ কিছু গল্প-কে উপন্যাসের সংক্ষিপ্তরূপ বলে মনে হল। ছোটগল্প তো আদতে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন! সবশেষে প্রতিবন্ধী গল্পের নায়িকা কেন বারে বারে সংক্ষিপ্তরূপ বলে মনে হল। ছোটগল্প তো আদতে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। সবশেষে প্রতিবন্ধী গল্পের নায়িকা কেন বারে বারে চরিত্রহীন তবলিয়াকে ধিক্কার দেয় আবার তারই মোহের ফাঁদে পা দেয় তা বোধগম্য হল না। কামাক্ষ্যা গল্পেও প্রায় তেমনটিই ঘটেছে। শিক্ষিত মেয়েরা বারে বারে প্রতারিত হচ্ছে কেন। একজন মহিলা লেখিকার হাত দিয়ে এমনতরো দুর্বল নারী-চরিত্রের নির্মাণ প্রত্যাশিত ছিল কি! প্রচ্ছদ-চিত্রটি নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তার অবকাশ ছিল।

মাঙ্গলিকী

কোন্নগরে জমজমাট জাদুর আড্ডা থেকে

২৪ জন জাদুকরের জমায়েতে জমে উঠল কোন্নগরের জাদু আড্ডা। আড্ডা বসেছিল যথারীতি কোন্নগরবাসী সুখ্যাত বরিষ্ঠ জাদুকর জে শি ব্যানার্জীর বাসভবনে। স্বাগত ভাষণে সকলকে উষ্ণ আপ্যায়ন করলেন জে.শি। বরিষ্ঠ জাদুকর ও সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানালেন আড্ডার সঞ্চালকের দায়িত্ব নিতে। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন জে.পি.কে ধন্যবাদ জানিয়ে। অত্যন্ত আনন্দের সাথে বললেন, আজই সকালে কলকাতা দূরদর্শনের 'ছুটিছুটি' অনুষ্ঠানে জে.পি. ব্যানার্জি খুবই সুচারু জাদু প্রদর্শনী দিয়েছেন, যা তাঁর দক্ষ জাদুকর হিসাবে সুনাম বর্ধিত করেছে। জে.পির এই প্রদর্শনী আজ সকালে অনেকেই দেখেছেন, সকলেই জেপির প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

এরপরেই এদিন প্রদর্শিত হল হরেকরকমবা বৈঠকীও স্ট্যান্ড আপ জাদু। যাঁরা দেখালেন তাঁরা হলেন সর্ব্বশ্রী জাদুকর জে. পি. ব্যানার্জী, প্রৌ এল. কে রায় (অসাধারণ ধ্রুপদী জাদু, কিছু নিজস্ব পরিবর্তিত রূপে) শুভজিত, শুভম, ডাঃ কৃষ্ণগোপাল, অমর নাথ দাস (এই প্রতিবেদক অমরনাথকে বলেন 'ইন্ডিয়ার এড. মারলো', বিখ্যাত আমেরিকান 'বার্ডির্মিয়ান'।) বি. কুমার (পেশাদারিত্বের দক্ষতা সমৃদ্ধ), আশীষ মুখার্জি (জাদু দেখিয়েছেন, স্বরচিত কবিতাও শুনিয়েছেন), প্রণবকান্তি সেনগুপ্ত, ডাঃ সন্ময় গাঙ্গুলী (সুন্দর বাচন সমৃদ্ধ জাদু), ভোলানাথ দাস, দেবাশীষ সাহা রায়, প্রিন্স এস. লাল ও সঞ্চালক স্বয়ং। যথারীতি এদিনও উপস্থিত সকলকে প্রভূত জলযোগে আপ্যায়ন করেন জে. পি. ব্যানার্জীর পরিবারবর্গ। এদিনও আড্ডার শেষে দেখা গেলো অনেক জাদুকর এঘরে সেঘরে নিজেদের বাড়ি মনে করেই জাদু নিয়ে আলোচনায়, আরও বৈঠকী জাদুতে মেতে উঠেছেন, কারুরই বাড়ি ফেরার তাড়া নেই-এর থেকেই বোঝা যায়, জে.পি. ব্যানার্জীর পরিবার সকলকে কেমন 'আপনার থেকেও আপন' করে নিতে পারেন, তারই হল এ এক অনবদ্য নিদর্শন জাদুকর জে. পি. ব্যানার্জী ও তাঁর পরিবারবর্গকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও অভিনন্দন।

ওঁ

ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি-সাধু-সন্ন্যাসী-দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড-ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

ধর্মের নামে বিভিন্ন মতবাদ আজ সারা বিশ্বে অশান্তি অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে মানুষে মানুষের মধ্যে ঝগড়া, ধর্মের সাথে ধর্মের ঝগড়া, দেশের সাথে দেশে, মহাদেশের সাথে মহাদেশের ঝগড়া এর ফলে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত এরই মধ্যে কিভাবে গীতার বাণী বিশ্বশান্তি সাহায্য করতে পারে। এখানে তার বিশ্লেষিত হল—

পথ চলতি মানুষের মধ্যে যদি কেউ বলে আমার ব্লাড-সুগার হয়েছে। পাশাপাশি সঙ্গে সঙ্গে দু চারজন লোক আপনাকে মেডিকেল চিকিৎসা শুরু করে দেবে। আপনাকে নানান চিকিৎসার পরামর্শ দিতে শুরু করবে। আমাদের সমাজে সবাই ডাক্তার। ডাক্তারী পরামর্শ দেবার লোকের অভাব নেই। উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই।

তেমনই ধর্মের কথা যদি কোথাও আলোচনা শুরু হয়, ধর্ম কি? নানান লোকজন নানান ভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করবে। সবাই যেন ধর্মের এক একজন পণ্ডিত। ধর্মের কোন বই না পড়ে ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। কিন্তু ধর্ম তো কোন লোকের ভাষণ নয়। লোকের ভাষণ বা মহাপুরুষের বাণী একটা মতবাদ হতে পারে যেমন, সাম্যবাদ, মৌলবাদ, খ্রীস্টানবাদ, গান্ধীবাদ ইত্যাদি। এই মতবাদগুলি লোকের তৈরি। কোন মহান ব্যক্তির তৈরি। এগুলি ধর্ম নয়। ঐগুলি সব উপলব্ধ মতবাদ। ধর্ম নয়। ধর্ম কি?

ধর্ম স্বয়ং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের নিজস্ব কথা। ভগবদ প্রণীতম। এটা কোন লোকের কথা নয়। লোকের দ্বারা সৃষ্ট মতবাদ মানুষে মানুষে বিভেদ আনে, হানাহানি তৈরি করে। যে সকল বাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে সেগুলি মতবাদ। সেগুলি ধর্ম নয়?

সৃষ্টি প্রারম্ভে নারায়ণের নাভি কমল হইতে পদ্মযোনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বেদ ও গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন। ব্রহ্মা পরবর্তিকালে তার সৃষ্ট সন্তান সনৎ, সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, বিবস্বান ও নানান ঋষিদের মধ্যে তা বলেছিলেন। বিবস্বান পরবর্তিকালে নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিদের বলেছিলেন শ্রুতির মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হতে থাকে। পরবর্তিকালে ব্যাসদেব সত্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দেখলেন আগামী কলিযুগে মানুষের স্মৃতিশক্তি খুব কমে যাবে,

তাই তিনি সকল বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিত আকারে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি হলেন আদি কবি। ভগবান, ব্যাসদেবের রূপ ধরেছেন। মুনীনাম অপি অহং ব্যাসঃ

তাই ধর্ম স্বয়ং ভগবৎ প্রণীতম্। এটা অপৌরুষেয়। কোন ব্যক্তির লেখা বই নয়। স্বয়ং ভগবান যবে থেকে জীব সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে জীবের জীবন যাত্রা কেমন করে নির্বাহ করলে জীবের জীবন সুখে কাটবে, বেদ, গীতা, ভাগবৎ তারই পথের সন্ধান দেয়। আমাদের সমাজে কেহই ধর্মের বই না পড়ে ধর্মের ব্যাখ্যা শুরু করে। বর্তমান সমাজের মানুষ কেমন ধার্মিক তার একটা উপাখ্যান দিয়ে বোঝান যায়।

একটি চোরের দল ছিল। প্রতি রাত্রে চারজন মিলে চুরি করতে বার হত। তাদের একজন সর্দার থাকে। চুরির জন্য মানুষ খুন করে, মানুষকে মারে আর রাত্রে চুরির পর সর্দার বলে দেখ, আমি কোন অন্যায় করবো না। আমি সর্দার বলে চুরির বেশি অংশ নেব সেটা উচিত নয়। এবং আমি তা করবো না। চুরি করা দ্রব্য সবাই মিলে সমান ভাগ করে নেব। আমরা ধর্ম মেনে চলবো। লোক খুন করা মারামারি করা অধর্ম নয়।

চুরি করাটাই অধর্ম এটা বলছে না। পরন্তু তারা এখন চুরি দ্রব্য সমানভাবে ভাগ করার কথা বলে ধর্মের কথা বলছে। আমাদের সমাজে এই ধরনের লোকের সংখ্যা ভর্তি। সবাই ধর্মের কথা বলে। অধার্মিক লোকেরা ধর্মের কথা বলে। চুরি কর, তারপর ধর্মের কথা মেনে সবাই সমান ভাগে ভাগ কর। তাহলেই আমরা ধার্মিক হব।

চোর কখনও ধর্মের কথা শুনবে না। চুরি করা মহাপাপ এই কথা বলবেনা। চুরি করা দ্রব্য সমান ভাগ কর এটাই ধর্ম। তারাই এটাকে ধর্মের কথা বলে সমাজে বেড়াবে।

ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবদ প্রণীতম্-

ভগবান যেমন, নিত্য, সত্য, শাশ্বত পুরাতন অনাদি, ধর্মের কথাগুলি হবে নিত্য শাশ্বত, পুরাতন-পুরাতন হলেও সকল সময় নতুনের মত প্রতিভাত হবে। যুগ থেকে যুগান্ত চলে যাবে তবুও ভগবানের মুখনিসৃত বাণীর কোন পরিবর্তন হবে না। তার মুখ নিঃসৃত কয়েকটি কথা এখানে বলা হলে বোঝা যাবে-মহাকালের পরিবর্তন হলে ভগবানের কথার কোন পরিবর্তন হবে না- যেমন ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার সম্বন্ধে বলছেন

দেহিনোহিস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি

দেহ যেমন বাল্য কাল, যৌবন, জরা মাধ্যমে মৃত্যুর পর জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে দেহে অবস্থিত দেহি নতুন দেহ ধারণ করে। এই কথাটি কোটি বছর আগে সত্য ছিল আজও সত্য। ভবিষ্যতে এর কোন পরিবর্তন হবে না। এটা সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম।

ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬২-৬৩ শ্লোকে বলেছেন

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংস সঙ্গস্তেষুপজায়তে
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোহভিজায়তে
ক্রোধাৎ ভবতিসম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম
স্মৃতি ভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রতিশ্যতি।

ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় চিন্তা করতে করতে মানুষের সেটা পাবার আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনা উৎপন্ন হয়-না পেলে ক্রোধ উৎপত্তি, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে সর্বনাশ, অন্ধকূপে পতিত হওয়া-এই কথাগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন সত্য আজও সত্য ভবিষ্যতে সত্য থাকবে। তাই ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম — গীতার কথা সর্বদা সর্বকালে নিত্য, সত্য এভাবে যদি গীতার প্রতিটি শ্লোক আপনি পড়েন সেখানে দেখবেন স্থান, কাল, দেশ, জাতি, ধর্ম বর্ণ সবায়ের জন্য গীতার বাণী, পূণ্য পবিত্র ও সুখপ্রদ, কারণ এটা সাক্ষাৎ ভগবদ প্রণীতম। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হবে, সূর্যের গতিপথ পরিবর্তন হবে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত বাণীর কোন পরিবর্তন হবে না বা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ হবে না।

সমাজের হিংসা, মারামারি হানাহানি যদি বন্ধ করতে সত্যি কেহ চায় তবে গীতার বাণী সর্বস্তরে শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করান হোক।

গীতায় ৯/২৯ শ্লোকে ভগবান বলছেন-

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়

আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কেউ আমার বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়, কেহ আমার প্রিয় নয়। এই বাণী যদি সমাজের মধ্যে প্রচার করা হয় সমাজ হিংসামুক্ত হবে। কোন ব্যক্তি গীতার মধ্যে কোন আঞ্চলিকতা বাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদ কোন কথা দেখতে পাবেন না—

তাই শঙ্করাচার্য বলছেন—মলিনে মোচনং পুংসাং/ জল স্নানং দিনে দিনে/ গীতামৃত স্নানং/ সংসার মলনাশনম্/ স্নান করলে যেমন দেহ শুদ্ধ হয়

গীতার মন্ত্রে স্নান করলে মনের সকল কালিমা দূর হবে-মন পবিত্র হবে আপনার মনের সুখানুভূতি আনে, পরীক্ষা করুন—

বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

যেহেতু জীব ঈশ্বরের অংশ, আত্মা সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। তাইতো জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবার কথা জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিরা বলে গেছেন। যিনি জ্ঞানী হবেন, তিনি ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হবেন। গীতায় ভগবান অহিংসার এতবড় কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা জীবকে হত্যা করি। প্রতিদিন কত জীব যে হত্যা করা হচ্ছে তার কোন ঠিক নাই— আর তারপর আমরা হিংসা করো না বলে অহিংসার বাণী প্রচার করছি। প্রতিদিন কসাইখানায় কত যে গরু, ছাগল, মুরগী কাটা হচ্ছে তার কে হিসাব রাখে? সমাজে জীবকে নির্বচারে হত্যা করে আমরা অহিংসার বাণী প্রচার করি এই হল বাস্তব পরিস্থিতি। সমস্ত জীবের মধ্যে আত্মারূপে থাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই সমস্ত জীবকে ভগবান জ্ঞানে দেখতে বলেছেন। জীব হিংসা বর্জন করতে বলেছেন। সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হও এই তার উপদেশ। ধর্ম ভগবৎ প্রণীতম্।

কোন হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়—
অহিংসার বাণী বুদ্ধ প্রচার করেননি

যিশুখ্রীষ্টও প্রচার করেন নি, অন্য কোন মহাত্মাও প্রচার করেন নি। ভগবৎ গীতায় বিভিন্ন শ্লোক থেকে বুঝতে পারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জীবনের মধ্যে প্রথম অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন।

তিনি ক্ষমার বাণী প্রচার করেছেন। সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন সবাই আমার সন্তান—তাই বিশ্ব ভাতৃত্বের কথা প্রচার করেছেন।

অপি চেৎ সুদুরাচারে ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরের স মন্তব্য সম্যগ ব্যবসিতো হিসঃ

অতি দূরাচার ব্যক্তি যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করে, তাকে সাধু বলে মনে করবেন, কারণ তার দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত। তিনি আমাকে ভজনা করলে শীঘ্রই তিনি ধর্মাত্মায় পরিণত হবেন।

যিনি ভগবানের ভজন পুজন সাধন ও আরাধনা করেন — তিনি পাপমুক্ত হবেন — তার প্রমাণ জগাই-মাধাই

পাপী তাপী যত ছিল
হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।

অতি পাপী কেবল হরিনাম ভজনে ধর্মাত্মায় পরিণত হল। ধর্ম কোন মানুষের মতবাদ নয়। মানুষের মতবাদ সব সময় ত্রুটি পূর্ণ।

আমরা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছি আজ বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ ও ঝগড়া মারামারি প্রতি নিয়ত লেগে আছে। সারা বিশ্ব এই বিভিন্ন মতবাদের জন্য অশান্ত, বিশ্বের প্রকৃত শান্তি আনতে গেলে গীতার বাণী একমাত্র পথ। গীতার অনেক শ্লোকের মধ্যে কয়েকটি শ্লোক এখানে তুলে ধরলাম—৬/৯ যে গুলি বিশ্বশান্তির জন্য যথেষ্ট—

সুহৃদ মিত্র অরি উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু
সাধুষু অপি চ পাপেষু সম-বুদ্ধি বির্বশষ্যতে।।

যিনি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার মিত্র, আপনার শত্রু, নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা বিবাদ মিমাংসাকারী, হিংসুক, বন্ধু, সাধু এদের সকলের প্রতি যিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন তিনি শ্রেষ্ঠ। হিংসা বিদ্বেষ এসব ধর্মের কথা নয় সবাইয়ের প্রতি সমানভাবেই ধর্মের কথা—৯/৩২ ভগবান বলছেন—

যারা আমাকে আশ্রয় করে তারা স্ত্রী হোক, বেশ্যা হোক, শুদ্র হোক সে কোন নীচ কুলে জাত হলেও তারা আমাকে লাভ করবে ১২/১৮তে ভগবান বলছেন—

সম-শত্রু চ মিত্রে তথা মান অপমানয়ঃ
শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেই সম সঙ্গ বিবর্জিতঃ।

যিনি শত্রু-মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন মান অপমান শীত গ্রীষ্ম সমান করেছেন—তিনি আমার প্রিয়।

এসব কথা কালের গন্ডি পেরিয়ে অনাদি অনন্তের পরে ও আগে সর্বদাই সত্য শাশ্বত নিত্য—এই কথা না বুঝলে, না শুনলে বা না সমাজে প্রয়োগ করলে, সমাজে অশান্তি হবেই হবে। তাই একমাত্র ভগবানের কথাই বিশ্ব শান্তি আনতে পারে। মানুষের কথা নয়। কারণ ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম।

বিশ্বকাপের মহড়া আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওপরের ছবিতে টিম ইন্ডিয়ার যে আবেগ তাড়িত মুহূর্ত ফুটে উঠেছে তার অবশিষ্টাংশ কি দেখা যাবে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে? কিংবা আরও একটু ভবিষ্যতের গর্ভে গেলে এই উচ্ছাসের বহমান ধারা ২০১৫–র অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারবে? এই প্রশ্নটা কিন্তু আমার–আপনার নয়। বরং বলা যেতে পারে আপামর ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর মনে এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। এর কারণও আছে যথেষ্ট।

অতীতে এমন বহুবার হয়েছে দেশের মাটিতে জয়ধ্বজা ওড়াবার পরের বিদেশ সফরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এ জন্য তো এই অপবাদও কুড়াতে হয়েছে যে, এরা ঘরের মাঠে বাঘ হলেও বিদেশের মাটিতে ইঁদুরে পরিণত হয়। ভারতের ব্যাটিং সহায়ক পিচে ভুরি ভুরি রান তোলার অব্যাবহিত পরেই কোনও না কোনও মিসাইল গতি সম্পন্ন পেসারের সামনে পড়ে নাকানি–চোবানি খেতে দেখা গিয়েছে অসংখ্য ভারতীয় ক্রিকেটারকে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

তবে শচীন, রাহুল, সৌরভ কিংবা একটু পিছনে হাঁটলে সানি গাভাসকার, কপিলদেব, মহিন্দর অমরনাথরা ছাড়া বুক চিতিয়ে বিদেশের বাউন্সি পিচে সপাটে জবাব কতজন দিতে পেরেছেন সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন। আসলে বিদেশের ট্রাক রেকর্ড এই কথাই বলে আসছে বারংবার। ধোনির অধিনায়কত্ব কালেও এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া সফরেও এর আগে অনেক বার পর্যুদস্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়া।

এতো ভারতীয় দল সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু কথাবার্তা। এবার বরং চলে আসা যাক হালফিলের অবস্থানে। যেখানে শ্রীলঙ্কাকে একদিনের সিরিজে রীতিমতো চুরমার করে দিয়েছে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল।

ধোনির অসুস্থতার জন্য নেতৃত্বের কুশনে ফের বসার সুযোগ পেয়েছিলেন ভারতের মেগা তারকা কোহলি।

অনেকে ভেবেছিলেন এশিয়া কাপে যে খারাপ পারফরমেন্স হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি না ঘটান কোহলি। কিন্তু না সকল সমালোচকের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে এই সফরে কোহলির বিরাট মানের নেতৃত্ব প্রদান।

যদিও ভারতের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে এবং সামনের বিশ্বকাপে ভারতের নয়া অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়তো হবে না কোহলির। কারণ এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে ধোনির হাতেই থাকছে নেতার ব্যাটন। এমনিত অনেক ব্যর্থতার মাঝেও একটা অনস্বীকার্য যে ধোনির ক্যাপ্টেনশিপ ললাট বেশ চওড়া। যার ওপর ভর করে ইতিমধ্যেই দেশকে একগাদা সাফল্য এনে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন মাহি।

সেই মুকুটে আরেকটা পালক হতে পারে সামনের বছরের বিশ্বকাপ। যা ঘরে তুলতে পারলে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জেতার ট্র্যাক রেকর্ডে অজি এবং ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে এক বৃত্তে এসে যাবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

আর বিশ্বকাপের প্রাক মুহূর্তে ভারতীয় দলের আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এখানেই বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল। যদি সিডনি, পারথ, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেডের মাঠেও সমানভাবে দাপট দেখাতে সক্ষম হন রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলিরা তাহলে তো পোয়া বারো।

পাশাপাশি ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকে আগুনে গতির বরুণ অ্যারন, উমেশ যাদব, সামি এবং ইশান্তদের সঙ্গে সমান প্রগলভ হয়ে উঠতে পারেন অভিজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং নয়া আবিষ্কার অক্ষর প্যাটেল।

এতো গেল আশাবাদী কথা। কিন্তু কতটা সফল হবেন ভারতীয় তারকারা তার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে এই সিরিজের দিকে। একটা কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন আগের অস্ট্রেলিয়া টিমের মতো অতটা আক্রমণাত্মক মোটেই দেখাচ্ছে না মাইকেল ক্লার্কের এই দলটাকে। বিশেষ করে পাকিস্তানের কাছে যেভাবে দুরমুষ হয়েছে অজিরা তাদের সাম্প্রতিক সফরে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থাৎ ব্যাপার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে হেরে ভূত হয়ে তলানি মানসিকতার অস্ট্রেলিয়া নিজ ভূমিতে মুখোমুখি হতে চলেছে জয়ের উড়ানে থাকা টিম ইন্ডিয়ার।

হোক না নিজেদের পরিচিত মাঠ কিন্তু এই দুর্বল মুড নিয়ে ভারতীয়দের মোকাবিলা কতটা করা যাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বহু অজি সমর্থক।

আবার কেউ কেউ সেই পুরো নথি ঘেঁটে এই তথ্য দিচ্ছেন যে চিনে মিউজিক (পেস অ্যাটাক) এর সামনে ভারতীয় দলে বিদেশে খুব কম মুখ তুলে তাকাতে পেরেছে। এই অসম্ভবকে সাকার করাই এখন ধোনি বাহিনীর প্রধান চ্যালেঞ্জ। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে নরেন্দ্র মোদি যেভাবে একের পর এক বিদেশ সফরে গিয়ে দেশের জয় পতাকা ওড়াচ্ছেন সেই মনোভাব নিয়েই অজি জয় করতে হবে ভারতকে। কাকতালীয়ভাবে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে সেদেশে গিয়ে মন জয় করে নিয়েছেন মোদি। ভারতীয় ক্রিকেট টিম যদি সত্যিই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজ জিততে পারে তবে সেদেশের সমর্থকরা নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। যদিও তা হয়ে উঠবে পুরো ভারতীয় দলের কাছে ভোকাল টনিকের মতো। আগামী বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধারে যা সোপান হয়ে উঠতে পারে এদের কাছে। বিদেশের মাটিতে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে এই ভারতীয় দলের বেশ কয়েকজনের। আবার কেউ কেউ আনকোরা। নবীন এবং অভিজ্ঞের সংমিশ্রণটাই ফোকাস হওয়া উচিত এবারের সফরকালে।

দীর্ঘদিন বাদে বাংলায় সাঁতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে বিশ্ব রেকর্ড করেছিল বাংলার মাসুদুর রহমান। শুধু এটা নয়, বহু পদকও জুটে ছিল এই বঙ্গ সাঁতারুর ঝুলিতে। তবুও বাঙালি এই খেলাটি অবহেলার চেখে দেখে আসছে দীর্ঘকাল। অলিম্পিকে ভারতের হয়ে এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় মাঝে মাঝে পদক নিয়ে আসছে সাঁতারুরা। অথচ বাঙালি সাঁতারুদের অনুশীলনের জায়গা ছিলনা এতদিন এখানে বাঙালি পিছিয়ে। রাজ্য সরকারের সাঁতারের একাডেমি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। রাজ্যস্তরে বহুদিন হয়নি সাঁতার প্রতিযোগিতা।

দীর্ঘদিন বাদে ১২ নভেম্বর জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা দিয়ে রাজ্য সাঁতারের একাডেমি বেঙ্গল সুইমিং অ্যামেচার এ্যাসোসিয়েশন সুভাষ সরোবরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজির হয় প্রতিযোগিরা। নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার সাঁতারুরা হাজির হয় এদিন। দেশের ২৮টি রাজ্য ছাড়াও এনএসএ সার্ভিসেস ও রেলওয়েজ দল। রেলওয়েজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন এশিয়াডের ব্রোঞ্জ জয়ী সঞ্জীব সেজওয়াল। খেলোয়াড়ও পুলিশ ব্যান্ডের মার্চ পাসের মাধ্যমে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। অতিথি হিসাবে হাজির হন সাঁতারে অলিম্পিক জয়ী প্রাক্তন সাঁতারু গোরা চাঁদ শীল, রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক রাজেশ পন্ডিত জাতীয় সাঁতার এ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি কমলেশ নানাবধী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মদনবাবু। তিনি বলেন, ''দীর্ঘদিন বাদে আবার সাঁতার এ্যাসোসিয়েশন নতুন করে কাজ শুরু করেছে এটা ভাবতে ভালো লাগছে। আমরা সুভাষ সরোবরে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার কথা জানতে পেরে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছি। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের প্রত্যেক সোনাজয়ী সাঁতারুকে ৫০ হাজার ও রুপোজয়ীদের ২৫ হাজার করে অর্থ পুরস্কার দেব।''

সুভাষ সরোবরের পরিকাঠামো দেখে খুশি হন বাইরে থেকে আগত সাঁতারু ও প্রশিক্ষকরা। তবে সুভাষ সরোবরের কাছের রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখেও অখুশি হন। মনোজ্ঞ নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিভিন্ন রাজ্যের গানের সুরে নৃত্যের মাধ্যমে বিবিধের মাঝে মিলন মহান। কথা মনে করিয়ে দেয়। বেঙ্গল সুইমিং এ্যামেচার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামানুজ মুখার্জি বলেন, ''দীর্ঘদিন বাদে আবার সাঁতার একাডেমি খুলতে পেরে এবং জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পরে আমরা খুশি। রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তর আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা এতোদূর এগোতে পেরেছি।

শারীরিক অক্ষমতাকে জয়
সাঁতার প্রতিযোগিতায়

ক্যানিং। সোমবার বিকালে ২ দিন ব্যাপি সাঁতার প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ক্যানিং থানার তালদি সুইমিং সেন্টারে। ২ দিনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় কয়েকশো শিশু যুবক সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাঁতারুরা আসে। তবে এবারে আকর্ষণ ছিল প্রতিবন্ধী সাঁতারুরা অংশগ্রহণে। প্রায় ২০ জন প্রতিবন্ধী সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন। তালাদি সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে ৪৩তম সাঁতারুরাও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী বলেন সুন্দরবনে বহু প্রতিভা আছে। যে প্রতিভাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে সুন্দরবন কাপ।

খেলাধূলার মান উন্নয়নে রাজ্য সরকার নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন

তালদি সুইমিং ক্লাবে ৬ জন সাঁতারু জাতীয় শিবিরে আছে। আগামী দিনের এখানকার খেলওয়াড়রা শুধু জেলা বা রাজ্য নয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণ করে দেশ মুখ উজ্জ্বল করবে। তালদি সুইমিং ক্লাবের এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, এ বছর জেলা স্তরে কয়েকশো সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন এই প্রতিযোগিতায়। এমনকি ২০ জন প্রতিবন্ধী সাঁতারু অংশগ্রহণ করে। আগামী দিনে যাতে আরো বেশী সংখ্যক সাঁতারু অংশগ্রহণ করে তার প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টিপাত থাকবে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মৃত্যু : ২৩ নভেম্বর, ১৯০৮

সুবিখ্যাত বিপ্লবী, অগ্নিমন্ত্রের সাধক ও শহীদ। মেদিনীপুরে অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির নায়ক। সমিতিতে বৈপ্লবিক শিক্ষাদান করা হত। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রমুখ তাঁরই অনুগামী ছিলেন। কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় ধৃত ও নরেন গোঁসাই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর ফাঁসি হয়।

দেশভক্ত বিনয়কুমার সরকার, মৃত্যু : ২৪ নভেম্বর, ১৯৪৯

শিক্ষাব্রতী ও সুপণ্ডিত সাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৬) তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তিনি 'বর্তমান জগৎ', 'ক্রিয়েটিভ্ ইন্ডিয়া' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বিনয়কুমার সরকারের বৈঠকে বহু জ্ঞানী–গুণী ও পণ্ডিত–সমাগম হত। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে বিনয়কুমার একটি নতুন বাতায়ন খুলে দিয়েছেন।

দেশভক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যু : ২৪ নভেম্বর, ১৯৩৬

সুরেন্দ্রনাথ ও অশ্বিনীকুমার অনুগামীরূপে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশালের সকল আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশালের সকল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঝালকাঠিতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানকার পৌরসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ থেকে এগারো বৎসর একাদিক্রমে জেলা কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত থাকেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন।

বিমলকুমার সরকার, জন্ম : ২৩ নভেম্বর, ১৯১৪

ছাত্রাবস্থায় যোগ দেন স্বদেশী আন্দোলনে এবং কারাদণ্ড ভোগ করেন। বাঁকুড়া জেলায় অস্ত্রসংগ্রহ ও বহু রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ও তাঁর সহযোগীরা। শেষপর্যন্ত ধরা পড়েন ও ৫ বৎসরের জন্য করাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমে মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল জেল ও পরে আন্দামানে প্রেরিত হন। এরপর আরও অনেক জেল ঘুরে ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি পেয়েই যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং স্থানীয় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

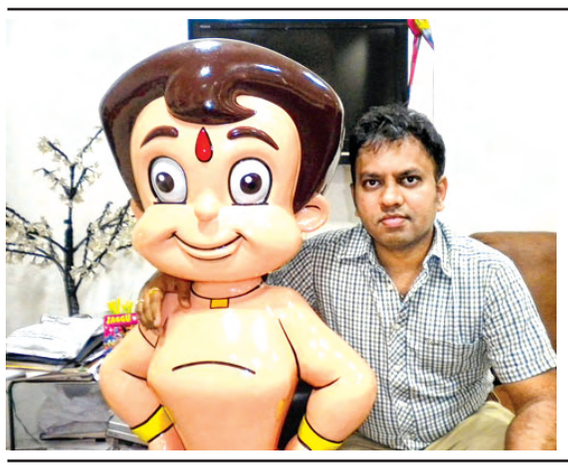

মহাভারতের মধ্যম পান্ডবকে শিশু মননে নতুন ভাবে তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ এবং অ্যানিমেশনের জাদুর জন্য বিখ্যাত রাজীব চিলাকা। শীতকাল তো বটেই গরমেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং পুজো পার্বণে ছোটা ভীম বাচ্চাদের মনকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। টেলিভিশন নামক বোকা বাক্সকে পিছু ঠেলে দিয়েছে ছোটা ভীমের টিআরপি। আগামী দিনে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার তিনি তুলে ধরবেন বলে প্রত্যয়ী তরুণ রাজীব।

প্রমা গাঙ্গুলী, পাঠভবন, দ্বিতীয় শ্রেণি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

ম্যাজিক মোমেন্ট

''অংক আতংক নয়''

জাদুকর শৈলেশ্বর

আশাকরি সবাই ভাল আছো। এরমধ্যে কিছু ম্যাজিক শিখে বন্ধুদের দেখাচ্ছো। একটি কথা জেনে রাখো কোন জাদুকর হয়তো কোন খেলা দেখাচ্ছে, সেটা তুমি জানো তুমি ভুলেও জাদুকরকে বিপদে ফেলবে না।, বরং তাকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। এতে তোমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে।

এবার একটা যোগ–বিয়োগের ম্যাজিক শেখাবো।

দর্শকদের মধ্যে একজনকে বলো– যে কোন দশটা সংখ্যা লিখতে। লেখার পরে জানাও যে দশটা সংখ্যা লিখলো সেগুলো উল্টে অর্থাৎ পেছন দিকের থেকে সংখ্যাগুলো লিখে প্রথম সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে বলো।

এবার যে সংখ্যাগুলো রইল তার থেকে যে কোন একটা সংখ্যা বাদ দিতে বলো।

এবার বাকি সংখ্যাগুলো যোগ কর পরপর। দর্শক যোগ করে তোমাকে বলার পর একটু ভেবেই বলে দিলে দর্শক কোন সংখ্যাটা বাদ দিয়েছে? কেমন মজা!

এবার কৌশল: ধরো দর্শক দশটা সংখ্যা লিখলো— ৫৯৮২০৩৬৭১৪।

এবার বিয়োগ = ৫৯৮২০৩৬৭১৪ – ৪১৭৬৩০২৮৯৫ = বিয়োগ ফল : ১৮১৪৭৩৪৭১৯ হল। এই সংখ্যার থেকে দর্শক বাদ দিল ৪। বাকি সংখ্যাগুলো এবার যোগ করে হলো = ৪১(১+৮+১+৭+৩+৪+৭+১+৯)।

এবার তোমার কাজ হচ্ছে —৪১=৪+১=৫।শেষে ৯ বাদ দিতে হবে = ৯–৫=৪ হবে।

আরও একটা উদাহরণ, ধরো বাদ হলো : ০

তাহলে যোগফল = ৪৫, ৪+৫=৯–৯=০

ভালো থেকো।

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।